CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 November, 2020 ■ আগরতলা, ৩০ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১৪ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৃষকদের বিক্ষোভ জারি দিল্লি সীমান্তে

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.)।। নতুন তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ অব্যাহত। রবিবার দিল্লি- গাজিয়াবাদ সীমান্তবর্তী এলাকায় বিক্ষোভরত কৃষকদের ভিড় ছিল দেখার মতো। ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় কৃষকরা। কথা ছিল দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিক্ষোভ সমাবেশ করবে কৃষকরা।

কিন্তু দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে বলে দেওয়া হয় শহরতলির বুরারই এলাকার নিরনকারি সমগম ময়দানে বিক্ষোভ দেখাতে হবে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকিয়াত জানিয়েছিলেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করার কথা ছিল রামলীলা ময়দানে। তবে এখন কেন অন্যত্র যেতে বলা হচ্ছে?

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের শান্ত করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বিক্ষুব্ধ কৃষকদের উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসার আহ্বান করেছেন। ৩ ডিসেম্বর বৈঠকের দিন ধার্য করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি বিক্ষুব্ধ কৃষকদের নিরনকারি সমগম ময়দানে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন।

ব্যবসায়ীকে মারধর, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরে ভলকান ক্লাব এলাকা থেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে নেতাজী চৌমুহনীতে রক্তাক্ত করে এক ব্যক্তিকে ফেলে দেওয়ার ঘটনার সাথে জড়িত পাচ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এবং তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ধৃতরা হল জয়ন্ত নাথ সিং, সঞ্জয় দাস, সঞ্জিব চৌধুরী, সুজিত সাহা এবং বিশ্বনাথ দেবনাথ। প্রসঙ্গত, ঘটনাটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয়া কৃষি আইন থেকে কৃষকরা নতুন অধিকার ও সুরক্ষা পেয়েছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.)।। কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে উত্তাল হরিয়ানা, পঞ্জাব, দিল্লি সীমান্তবর্তী এলাকা, উত্তরপ্রদেশের একাংশ। রাজধানী দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিক্ষোভ সমাবেশ করার দাবিতে ক্রমাগত দিল্লির সীমান্তে অবস্থান-বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে কৃষকরা। এরই মধ্যে নতুন কৃষি আইনের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবাসরীয় সকালে মন কি বাতের ৭১ তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের ফলে কৃষকদের জন্য সুযোগের নতুন দরজা খুলে গিয়েছে। এতে করে বেশি অধিকার পেয়েছে কৃষকরা। বহু দশক ধরে কৃষকদের যে প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দিয়ে আসছিল তা অবশেষে পূরণ হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে সংসদ নতুন কৃষি আইন পাশ করিয়েছে। কৃষকদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছে এই সংস্কার। তাদেরকে নতুন সুযোগ এবং অধিকার দিয়েছে এই আইন।

নতুন আইনের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন কৃষি আইন কার্যকর হওয়ার ফলে বিক্রি করার পর ফসলের দাম তিন দিনের মধ্যে পাবে কৃষকরা। ওই সময়ের মধ্যে দাম না পেলে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে কৃষকরা। কৃষকদের অভিযোগ পেয়ে স্থানীয় এসডিএম এক মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে। উদাহরণ টেনে গোটা বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের ধুলের কৃষক জিতেন্দ্র ভোইজি বিক্রি করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফসলের দাম না পেয়ে এসডিএমের কাছে অভিযোগ জানান। অভিযোগ দায়ের করার কয়েকদিনের মধ্যেই বকেয়া টাকা পেয়ে যান জিতেন্দ্র। দেশের যে সকল তরুণ-তরুণীরা কৃষি বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করছে তাদের কৃষি প্রযুক্তি এবং নতুন কৃষি আইন সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করার জন্য স্থানীয় গ্রামে যাওয়ার আহ্বান করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তরুণ প্রজন্মের অংশীদারির ফলে গোটা দেশে এক বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে বলে মন কি বাতে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কৃষকদের বিক্ষোভ নিয়ে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি কৃষক নেতাদের ৩ ডিসেম্বর বৈঠকে বসার আহ্বান করেছেন।

রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে টিপিএসসি পরিচালিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

রাজ্যে আসছেন বিনোদ সোনকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। রাজ্যে আসছেন বিজেপি'র ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির নতুন নিযুক্ত পর্যবেক্ষক বিনোদ সোনকার। আগামী ৩রা ডিসেম্বর তিনি দুই দিনের সফরে আসছেন। বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার তিনি এখানে আসবেন এবং দলের নেতৃত্ব এবং বিধায়কদের সাথে বৈঠক করবেন।

সোনকার সম্প্রতি ত্রিপুরার পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি সুনীল দেওধরের স্থলাভিসিক্ত হয়েছেন। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা সোনকারকে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়ার পর তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপহৃত ব্যবসায়ীর হদিশ পায়নি পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। উত্তর জেলার দামছড়া এলাকা থেকে অপহৃত ব্যবসায়ী লিট নাথের কোন সন্ধ্যান পায়নি পুলিশ। এদিকে, এই অপহরণের ঘটনার পর গোটা জেলায় আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। যদিও পুলিশ সদর দপ্তর থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করার জন্য পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপদলীয় রাজনীতি টেকে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। উপদলীয় রাজনীতি টেকে না। আর উপদল ভারতীয় জনতা পার্টির বৈশিষ্ট নয়। রবিবার বিজেপির ৯ বনমালীপুর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিভাগের মণ্ডল প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই মন্তব্য করেছেন।

সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে জনগণের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। প্রথমে ব্যক্তিকে একজন ভালো শ্রোতা হতে হবে। কোনও অবস্থাতেই তালে তাল মেলানো চলবে না। তালে তাল মেলালেই উপদল সৃষ্টি হবে যেটা ভারতীয় জনতা পার্টির বৈশিষ্ট্য নয়।

এই উপদলীয় রাজনীতি টেকে না। যে ব্যক্তি দিনে এক ঘণ্টা কার্যকর্তাদের কথা শোনার ক্ষমতা রাখেন সেই ব্যক্তিকে নেতা হওয়া থেকে কেউ রুখতে পারবে না। তাই আগে ভালো শ্রোতা হতে হবে। শ্রোতা হলেই একদিকে নেতৃত্ব তৈরি হবে, অন্যদিকে মানুষ আপনাকে ভালোবাসবে।

তিনি আরও বলেন, একজন সুবক্তা হতে গেলে বক্তার ধারণা থাকতে হবে সামনে বসে থাকা মানুষের মনের ভিতর কী চলছে। আপনার বক্তব্য শুনে পার্টি কার্যকর্তারা ছাড়া সাধারণ নাগরিকরা যখন জড়ো হয়ে যাবে তখনই আপনার বক্তব্য সার্থক। বক্তব্য রাখার এক্সপ্রেশনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর এক্সপ্রেশন তখনই সঠিক আসবে যখন বক্তা হৃদয় থেকে কথা বলবে।

তিনি বলেন, সব সময় আলোচনার মাধ্যমে সকল সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মণ্ডল কমিটি গঠনের সময় পুরনো অফিস বেয়ারারদের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। কেউ যদি মনে করে যে আমি সংগঠনের উর্ধে চলে গেছি তাহলে তাকে সংগঠন কোথায় যে নিয়ে ফেলবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কত লোক এসেছে আর গেছে এই পার্টিতে, হিসাব নেই। এই পার্টিতে তারাই টিকে থাকতে পারে যারা যখন বুথ প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখনও বুথে যেতেন আর যখন গৃহমন্ত্রী হয়ে গেছেন তখনও বুথে যান। একজন সু-সংগঠক হতে গেলে নিয়মানুবর্তিতা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সংগঠনের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত কার্যকর্তাদের জানিয়েছেন।

নাবালিকাকে অপহরণ ও ধর্ষণ, চাপের মুখে পুলিশ গ্রেপ্তার করল অভিযুক্তকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ নভেম্বর।। গোমতি জেলা পুলিশ সুপার লাকি চৌহান গত শুক্রবার উদয়পুর সুভাষ সেতুর উপর হিন্দু সংগঠন কতৃক রাস্তা অবরোধের জেরে এক প্রকার বাধ্য হয়েই মুচলেকা দিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করিয়েছেন। হিন্দু মেয়ে অপহরণের পর ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত এরসাদ খাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিত হিন্দু সংগঠনের অবরোধে এস পি মুচলেকা দিয়ে ছিলেন।

সে মোতাবেক শনিবার গভীর রাতে সোনামুড়া ও আর কে পুর থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকা থেকে নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে অভিযুক্ত এরশাদ খাঁকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার ধৃত এরশাদকে আদালতে সোপার্দ করা হয়। খবরে প্রকাশ চন্দ্রপুর কলোনী এলাকার বাসিন্দা এক নাবালিকা উদয়পুর শহরে প্রাইভেট পড়তে আসে গত ২৩ অক্টোবর। এর পর মেলাঘরের বাসিন্দা এরশাদ নামে এক যুবক তাকে ফুসলিয়ে একটি মারুতি দিয়ে তাকে অপহরন করে। প্রথমে বিশ্রামগনের ছেচড়ি মাই এলাকায় একটি বাড়িতে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

এর পর এই ঘটনায় নাবালিকা কন্যার বাবা উদয়পুর মহিলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। যদিও এই ঘটনায় মহিলা থানার ও সি আলপনা সরকার তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় গত শুক্রবার সুভাষ সেতুর উপর পথ অবরোধ করে হিন্দু সমাজ। অবশেষে শনিবার রাতে অভিযুক্ত কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি। আর কে পুর মহিলা থানা আসামি গ্রেফতারে কেন আগে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলো না -এই প্রশ্নই চর্চিত হচ্ছে হাটে-বাজারে- চায়ের দোকানে। উদয়পুর আর কে পুর মহিলা থানায় এই ব্যাপারে একটি মামলা রুজু করা হয়েছিল। মামলার নম্বর কেস নং ৫২/২০২০।

এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে সাতসকালে চাঞ্চল্য তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ নভেম্বর।। রবিবার সাতসকালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তেলিয়ামুড়ায়।

তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত মহারানিপুরের ভাঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে উদ্ধার হয়েছে উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট এলাকার জনৈক সুজিত দাসের মৃতদেহ। তাঁর বয়স আনুমানিক ৫৫ বছরের বেশি হবে বলে ধারণা করছে পুলিশ। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানিপুর এলাকার ভাঙ্গা সংলগ্ন স্থানে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে বলে খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাঁরা মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠান। ইত্যবসরে অনেক প্রচেষ্টার পর নিহত ব্যক্তির পরিচয় পায় পুলিশ।

তেলিয়ামুড়ার এসডিপিও বি জগদীশ্বর রেড্ডির কাছে জানা গাছে, গত কয়েক দিন আগে ডিএম কলোনি এলাকায় তাঁর ভাগ্নির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন সুজিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। জাগরণ এর সাংবাদিক সুনীল দেবনাথের মা সুশীলা দেবনাথের জীবনাবসান হয়েছে। রবিবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন চন্দ্রপুরস্থিত বাড়িতেই। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা সহ রেখে গেছেন অনেক আত্মীয় স্বজন। পরে শেষকৃত্য করা হয় খোয়াইয়ের গৌরাঙ্গটিলাস্থিত বাড়িতে।

এদিকে, ত্রিপুরায় ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথের মাতৃ বিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এসোসিয়েশন। সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে। অন্যদিকে, আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফ থেকেও গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

কদমতলায় পঞ্চাশোর্ধ মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ নভেম্বর।। রাতে বাড়ি পৌঁছে দেবার বাহানায় মাঝরাস্তায় ধর্ষণ পঞ্চাশোর্ধ মহিলাকে।পুলিশ অভিযুক্ত ধর্ষণকারী দেবু তাঁতিকে (৩৫) গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। জঘন্যতম ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কদমতলা থানাধীন সরলা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানার অন্তর্গত সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের হরিনাছড়ার বাসিন্দা দেবু তাঁতী (৩৫) পিতা বমরু তাঁতী। নিজের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর শারীরিক চিকিৎসার জন্য গতকাল সন্ধ্যাবেলা গ্রাম্য ধাত্রীকে খবর দেয়। পঞ্চাশোর্ধ বিধবা গ্রাম্য ধাত্রী দেবু তাঁতীর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর শারীরিক অবনতির খবর পেয়ে গতকাল সন্ধ্যা বেলাই তার বাড়িতে যান। দেবুর বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে রাত প্রায় ৯ টা বেজে যায়। তখন লম্পট দেবু তাঁতী ধাত্রীকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়। বাড়ি থেকে কিছুটা দূর আসার পর সরলা এলাকা সংলগ্ন নির্জন স্থানে একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে পঞ্চাশোর্ধ বিধবা ধাত্রীকে বলপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

ধর্ষিতা ধাত্রী ও তার পরিবারের অভিযোগ, সরলা এলাকায় আসার পর দেবু তাঁতী বিধবা ধাত্রীকে মুখে চাপা দিয়ে বলপূর্বক রাস্তার পাশে একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে ধর্ষণ চালায়। আর শারীরিক অত্যাচারে পঞ্চাশোর্ধ বিধবা মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ধর্ষণকারী দেবু পালিয়ে যায়। রাত আনুমানিক একটা নাগাদ ধর্ষিতা মহিলার জ্ঞান ফিরে। তারপর সেখান থেকে কোন ভাবে নিজ বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করলে

পরিবারের লোকজন ও আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন।পরিবার ও আশপাশের লোকজনদের সবিস্তারে ঘটনাটি জানায় পঞ্চাশোর্ধ ধর্ষিতা বিধবা মহিলা। এই ঘটনার সুষ্ঠ বিচার চেয়ে কদমতলা থানায় একটি ধর্ষণের মামলা রুজু করে ধর্ষিতা। কদমতলা থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে দেয়। অবশেষে আজ বিকালে সরলা এলাকা থেকে অভিযুক্ত ধর্ষণকারী দেবু তাঁতীকে জালে তুলতে সক্ষম হয় কদমতলা থানার পুলিশ।

এদিকে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, এই জঘন্যতম ধর্ষণকাণ্ড সংগঠিত করার পর অভিযুক্ত দেবু তাঁতী গা ঢাকা দিয়েছিলো। অবশেষে সরলা এলাকা থেকে গোপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডহক পে শিক্ষকদের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিবার অল ত্রিপুরা সরকারী ১০৩২৩ এড-হক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা টাউন হলে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অল ত্রিপুরা সরকারী ১০৩২৩ এড-হক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের সদস্য সদস্যারা প্রতিনিধি হিসাবে এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন।

উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা সরকারী ১০৩২৩ এড-হক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি বিমল সাহা সহ অন্যান্যরা। কনভেনশন শুরুর আগে প্রয়াত ১০৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অকাল বর্ষণে রবি ফসলের ব্যপাক ক্ষতি মাথায় হাত তেলিয়ামুড়ার কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ নভেম্বর।। মরশুমী ফসলে ক্ষতির সম্মুখীন কৃষক কূল। মাথায় হাত খেটে খাওয়া কৃষকদের। এমনটাই চিত্র তেলিয়ামুড়া মহাকুমার বাইশঘড়িয়া, ব্রহ্মছড়া, মোহর ছড়া সহ বিস্তীর্ণ কৃষি প্রধান এলাকা থেকে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি প্রধান এলাকাগুলি মরশুমী ফসল যেমন- গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মূলা, ছিম প্রভৃতি জাতীয় সব্জি চাষ করে বছরে একটা ভালো অর্থ উপার্জন করে থাকে ওই এলাকার কৃষক কূল। তাছাড়া তাদের এই উৎপাদিত সব্জি স্থানীয় বাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় অধিক মুনাফা লাভের আশায় রপ্তানি করা হয়। কিন্তু এ বছর করোনা

অতিমারি সহ বিভিন্ন কারণে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া ওই হত দরিদ্র কৃষক পরিবার গুলির উপর প্রকৃতি বিমুখ।এবছর তাদের বীজ বপন করার সময় অকাল বর্ষণের কারণে বীজ বপন প্রক্রিয়া খানিকটা পিছিয়ে নিতে হয়েছিল। তারপর আবার পরবর্তী সময়ে অকাল বর্ষণের কারণে দারুণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন তেলিয়ামুড়া মহাকুমার বিস্তীর্ণ কৃষিপ্রধান এলাকার কৃষক কূল। অসময়ের বৃষ্টির কারণে তাদের উৎপাদিত ফসলের অনেকাংশই মাঠেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এক কৃষক আমাদের জানায়, এবছর তারা করুনা অতি মারি সহ বিভিন্ন কারণে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে। সে কারণে অন্যান্য বছরের থেকে এবছর তারা খানিকটা বিলম্বে তারা মৌসুমী ফসলের বীজ বপন প্রক্রিয়া চালু করেছে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৫৩ ▫ ৩০ নভেম্বর ২০২০ ইং ▫ ১৪ অগ্রহায়ণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রাজ্যের বনানীতে অস্ত্রের ঝংকার

রাজ্যের পাহাড় এলাকায় অশান্তির আগুন আবার জ্বালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যে রক্ত ত্রিপুরা-কে একবার বিধৌত করিয়াছে। হাজার হাজার বিপন্ন মানুষ বাড়িছাড়া ঘরছাড়া হইয়াছিল। ৮০ সালের দাঙ্গার ভয়াবহতা তো আজো দগদগে ঘায়ের মতো আছে। সে ৮০ সলহইতে ২০২০ দীর্ঘ সময়ে নানাভাবে এরাজ্যে উগ্রপন্থী নামক দস্যুরা সন্ত্রাসের আগুন জ্বালাইয়া ছিল। গণহত্যা, অপহরণ ত্রিপুরাকে এক অন্ধকার যুগে নিয়ে গিয়াছিল। ১৯৭৮ হইতে ১৯৮০ বাম আমলে রাজ্যে উগ্রপন্থীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে ১৯৮০ সালে ভাতৃঘাতী দাঙ্গা ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির মৈত্রীর বন্ধনকে সমূলে উৎপাটিত করার চেষ্টা হইয়া ছিল। দাঙ্গা দমনে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা ছাড়া সেদিন নৃপেন বাবু ব্যর্থতাই কুড়াইতেন। নৃপেনবাবুর প্রস্থান এবং মানিক সরকারের অভিষেক ত্রিপুরার শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। জাতীয় সড়কে এস্কর্ট প্রথা উঠিয়া যায়। উগ্রপন্থীরা বেশিরভাগই স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অস্ত্র বিসর্জন দিয়া শান্তির পথ গ্রহণ করেন। ২০১৮ সালে এরাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরা-কে ক্ষমতা দখলের নিশানা করিয়া সাফল্য অর্জন করেন। সেই ত্রিপুরার পাহাড় বনানী-তে আবার কালো মেঘের আনাগুনা লক্ষ্য করা যাইতেছে।

পানিসাগর মহকুমার দামছড়া কাটুয়া ব্রিজ এলাকা হইতে লিটন নাথ নাম এক ব্যক্তি অপহৃত হয়। রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়া টানা ৯ দিন বনধ ও দুইজনের মৃত্যুর বিনিময়ে পরিস্থিতি যখন আপাত শান্তির পথে আসিয়াছিল তখনই এই অপহরণের ঘটনা জনমনে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক বাড়াইয়াছে। শুক্রবার গভীর রাতে অপহরণকারীদের কালো মাস্ক পরে দামছড়া এলাকায় কাটুয়া ব্রিজ সংলগ্ন লিটন নাথের বাড়িতে হানা দে। তাহারা রাতে লিটন নাথের বাড়িতে দরজা ধাক্কা দেয়। তখনই তাকে মারধর করে টেনেহিঁচড়ে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। তাকে অপহরণ করিয়া দেড় লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। তারা স্বর্ণের ও রুপার অলংকার লুটপাট করে লিটন নাথকে নিয়ে গা ঢাকা দেয়। এই ঘটনাকে খুব খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। গ্রাম-পাহাড় এখন কার্যত অরক্ষিত। অতীতে গ্রামে গ্রামে মানুষের নিরাপত্তায় টিএসআর ক্যাম্প বসানো হইয়াছিল সেগুলি ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হইতেছে। এরই মধ্যে দুই ব্যাটেলিয়ান টিএসআর-কে দিল্লি পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিছুদিন আগে মিজোরামে বিপুল সংখ্যায় অস্ত্র উদ্ধার হইয়াছিল। সেই অস্ত্রের সাথে ত্রিপুরার কোন যোগসূত্র রইয়াছে কিনা তাহার তদন্ত চলিতেছে। অবশ্য নিরাপত্তা বাহিনী জানাইয়াছে, ওই অস্ত্র বাংলাদেশের পাচারের উদ্দেশ্যে নেওয়া হইতেছিল। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার-কে রাজ্যের নিরাপত্তায় আরও বেশি কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া বোধহয় রাজ্যের শান্তির পথকে উন্মুক্ত করা যাইবে না।

পাঠকের কলম

এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের অভিজ্ঞতা

মনে পড়ছে সেই কালো দিন গুলোর কথা যখন ছোট বেলায় বাবার সাথে আগরতলা আসতাম, তখন ধর্মনগর থেকে আগরতলা আসার জন্য কোনো ট্রেন ছিল না, আগরতলায় আসা মানে, হয় বাস (সুপার) নয়তো জিপ (কমান্ডার) গাড়ি। স্কট ধরতে হবে বলে গাড়ির চালকদের তখন কি তাগাদাই না ছিল! মনু আসার পর স্কট! ভয়ে যাত্রীদের সেই করুণ অবস্থা হয়তো আজকের দিনে ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, কখন উগ্রপন্থীরা হামলা করে বসে গাড়িতে, সেই চিন্তায় এই দূরপাল্লার পাহাড় ঘেঁষা উঁচু-নিচু-আঁকাবাঁকা পথ ফুরোনোর জন্য প্রহর গুণতেন যাত্রীরা। ঘন-ঘন সেই উগ্রপন্থীদের হাতে রাজ্যের কত মানুষ অপহরণ হয়েছেন, অকালে প্রাণ হারিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই দুর্বৃত্তদের থাবা থেকে বাদ পড়েনি আরক্ষা কর্মীরাও। যদিও তখন খুব ছোট কিন্তু বেশ মনে আছে একদিন রাত প্রায় দু"টোর সময় আমার এক মামা হাপাতে হাপাতে আমাদের বাড়ি এসে বাবাকে বলেন আমাদের এক নিকট আত্মীয়কে উগ্রপন্থীরা অপহরণ করে নিয়েছে, পরিবারের সবার সে কি কান্না! শেষে দীর্ঘ প্রায় ১ মাস সময় কাটার পর মুক্তিপণ নিয়ে উগ্রপন্থীরা উনাকে ছাড়লো, আমাদের অপহৃত আত্মীয়ের মুখে শোনা সেই শিহরণ জাগানো উনার অভিজ্ঞতা গুলো হটাৎ আজকে খুব মনে পড়ছিল।

আরও একটি ঘটনা বলছি....সাল ২০১০ কি ২০১১ হবে, আমি গুয়াহাটি থেকে ধর্মনগর ফিরছি, তখন গুয়াহাটি থেকে প্রথমে লামডিং, তারপর লামডিং থেকে মিটারগেজ ট্রেনে ধর্মনগর আসতে হতো, ট্রেনটা হাফলং ঢুকছে ঠিক সেই সময়ই দুই ধারে পাহাড় থেকে শুরু হয় পাথর ছুঁড়া, সবাই তরিঘড়ি করে ট্রেনের জানালা-দরজা বন্ধ করছিল, তার মধ্যেই আমার পাশের এক মহিলার মাথায় এসে লাগে একটুকরো পাথর, সঙ্গে সঙ্গে উনার মাথা ফেঁটে রক্ত পড়তে শুরু করে, ঠিক ঐ সময় কামড়ার লাইট অফ হবে ভেবে, আমার মোবাইলটা ব্যাগ থেকে বের করার উদ্দেশ্যে আমি উপর থেকে ব্যাগটা নামাতে না গেলে হয়তো ঐ মহিলার জায়গায় আমার মাথাটাই ফাঁটতো! পরে খবর নিয়ে জানতে পারি ঐদিন ট্রেনে অনেক যাত্রীরা আহত হন। সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে এখনো আঁতকে উঠি! উফঃ তখন মানুষের জীবন সংগ্রাম কি দুঃসহই না ছিল! জানিনা সেই সময়কার কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্তমান ত্রিপুরার কতিপয় পরিযায়ী পাখীদের কতটা বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে!

তবে আমি এটুকুই বলবো....ত্রিপুরার মানুষদের অনেক অশ্রু ও রক্ত ঝরার পরে আমাদের ত্রিপুরা উগ্রপন্থীদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ছিল, কোনো মূল্যেই যেনো সেই অন্ধকার দিনগুলো আর ত্রিপুরাবাসীর জীবনে ফিরে না আসে সেই বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ততৎকালীন ত্রিপুরাকে উগ্রপন্থী মুক্ত করতে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক বাবুর বলিষ্ঠ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গত কালকের দামছড়ার অপহরণের ঘটনা এবং মুক্তিপণ বাবদ দেড়লক্ষ টাকার দাবী যেনো সেই কালো দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থনে বাধ্য করে তুলেছে!

সরকার সময় থাকতে সাবধান না হলে আবারও সেই কালো ছায়া গ্রাস করতে পারে ত্রিপুরাকে! অন্তত "দামছড়ার অপহরণ কান্ড" কিন্তু সেই পূর্বাভাসই দিচ্ছে!

---- **সুদীপ্ত নন্দি, কল্যাণী, ধলেশ্বর**

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩৩৬৭, সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৪৫জন

কলকাতা,২৯ নভেম্বর (হি স):করোনা কাঁটায় নেজাহাল শহর। দমকা হওয়ার মতো উড়ে এসে শহর জুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে করোনা। এরই মাঝে ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একদিনে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৩,৩৬৭। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে ,গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,৩৬৭ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪,৮০,৮১৩ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩,৪৪৫ ।মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৪,৪৮,০৩২ জন ।সংক্রমিতের নিরিখেএখনও পর্যন্ত ৯৩.১৮ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫৪ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৮, ৩৭৬।

তরুণ গগৈ ঃ এক বিরল রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব

বরুণ দাসগুপ্ত

চলে গেলেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। যদিও মুখ্যমন্ত্রী বললে তীর সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না। জনপ্রিয়তায় তার সমান আধুনিক অসমে কেউ ছিল না। ছয় বার লোকসভার সদস্য, চারবার অসম বিধানসভার সদস্য এবং একটানা তিনবার অসমের মুখমন্ত্রী। এই রেকর্ড আর কারুর নেই। তার মৃত্যুতে বিজেপি শাসিত অসম রাজ্য সরকার তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করেছেত্ত এ থেকেই বোঝা যায় তিনি অসমের আপামর জনসাধারণের কতটা আপনজন হয়েউঠেছিলেন।

গত পঞ্চাশ বছরের অজস্র স্মৃতি মনেরপর্দায় ভেসে উঠছে। আমরা প্রায় সমবয়সীছিলাম। তরুণ গগৈ আমার থেকে মাস নয়েকের ছোট ছিল। অসমের ইনফর্মাল সামাজিক রীতি অনুযায়ী আমরা পরস্পরকে "দাসগুপ্ত" আর "গগৈ" বলে সম্বোধন করতাম। ১৯৭১ সাল। লোকসভার নির্বাচন আসন্ন। তরুণ গগৈকে কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়েছে জোড়হাট লোকসবা কেন্দ্রে। এই সময় একদিন তার সঙ্গে দেখা। বললেন : "আমি কাল প্রচারে বেরোচ্ছি। কংগ্রেস আমাকে এএটা নতুন ফিয়াট গাড়ি দিয়েছে কাল সকালে গৌহাটি থেকে হো এগৌহাটি", তখনও গগুয়াহাটি" হয়নি) বেরোচ্ছি। আপনি আসবেন নাকি আমার সঙ্গে? যেকোনও সাংবাদিকের পক্ষে এটি একটি লোভনীয় "অফার"। এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। পরদিন রওনা হবার একটু পরেই ড্রাইভার বলল, তেল ফুরিয়ে এসেছে, তেল নিতে হবে। সামনে যে পেট্রোল পাম্পটা পাওয়া গেল সেখান তেকে ট্যাঙ্কে তেল বোঝাই করা

হল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রাইভার আবার বলল, তেল কমে গেছে। তেল নিতে হবে। বিস্মিত গগৈ বললেন, "মানে? এই তো তেল নেওয়া হল। এর মধ্যে ফুরিয়ে গেল কী করে? তারপরে যে পেট্রোল পাম্পটা পাওয়া গেল, আমরা সেইখানে গিয়ে ঢুকলাম। এইবার রহস্যের সমাধান হল। নতুন গাড়ি। কিন্তু তার পোট্রোল ট্যান্টি ফুটো। অতঃপর ফুটো মেরামতি। তারপর আবার রওনা। আমি বললাম, "গগৈ, আপনার যাত্রাটা কিন্তু শুভ হল না বলে মনে হচ্ছে" গগৈ আমার কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বললেন, "কিচ্ছু ভাববেন না, আমি জিতবই" এবং জিতলেনও- সেই শুরু. তারপর থেকে তার দীর্ঘ সংসদীয় রাজনীতির জীবনে তিনি একবার মাত্র নির্বাচনে হেরেছিলেন।

কেন্দ্রে তিনি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু তার নিজের রাজ্যে তিনি একটিও খাদক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করতে পারেননি বলে অসমীয়াদের মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল। একদিন এক ঘরোয়া আলাপে তাকে সে কথা বলেছিলাম। তিনি একটু থেমে বলেছিলেন, 'হ্যা, কথাটা ঠিক। আসলে কী জানেন? অসমের তো মাত্র ১৪টি লোকসভার আসন। সেইজন্য কেন্দ্র আমাদেব. পাত্তাই দিতে চায় না। বলে, তোমরা লোকসভায় ক"জনকে পাঠাতে পারষ মাত্র চোদ্দজনকে। অন্যদের অনেক বেশি আসন। তারা "লবি" করে বের করে নিয়ে যায়।" একই কথা শুনেছিলাম আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে. তিনি অসম গণপরিষদের প্রফুল্ল মহন্ত। তিনিও বলেছিলেন, কেন্দ্র আমাদের কোনও দাবিকে পাত্তাই দিতে চায় না তারা বলে, "তোমরা আমাদের (মানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলকে) ক"টা লোকসভার সদস্য দিতে পারে? ছোটো রাজ্য হবার বিড়ম্বনা অনেক।

তরুণ গগৈ ছিলেন অসমের ট্র্যাডিশনাল গীওবুঢা" টাইপের রাজনৈতিক নেতা. সদা হাস্যময় মুখ। কিছু বললেই বলতেন, 'মই জানৌ নহয়"। অর্থাৎ এ-সব জানি আমি। তার সারল্য ছিল প্রবাদপ্রতিম। নিজে ছোটোবেলায় খুব দুষ্টু ছিলেন। সেই দুষ্টুমির ভাবটা তার বড় হয়েও যায়নি.

বাচ্চাদের এক অনুষ্ঠানে করবে। মাঝেসাঝে মারামারিও করবে, কিন্তু দেখো, বেশি মারামারি করো না যেন, আর কেউ কাউকে আহত করো না। টিভির এক অনুষ্ঠানে তার ছোটোবেলার সাথী ও বন্ধুদের সঙ্গে অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তাঁকে বারবার রুমাল দিয়ে চোখের জল মুখচে দেখা গেছে। সোজা সরল মানুষ ছিলেন বলেই যখন তাঁর কংগ্রেস দলেরই কিছু কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা তাঁকে সরানোর জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করলেন তিনি সেটা ঠেকাতে পারলেন না। বত্রিশ জন কংগ্রেস এমএলএ, দলত্যাগ করায় কংগ্রেস দল বিধানসভায় সংখ্যালঘু করায় কংগ্রেস দল বিধানসভায় সংখ্যালঘু হয়ে গেল। তাঁকে সরাবার চেষ্টা করেছিলেন যিনি, তিনি এবার 'সদলবলে,' মানে কংগ্রেসত্যাগী বিধায়কদের নিয়ে বিজেপিতে গেলেন, এখন লোক বলে সর্বানন্দ সোনোয়াল নামেই মুখ্যমন্ত্রী, আসলে 'ডি ফ্যাক্টো' মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তরুণ গগৈ যখন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হন তখন অস অনেকটাই শান্ত অসমকে স্বাধীন" করার জন্য যারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, লেই ভালা তথন দিধাবিভভ। একটা অংশের নেতারা তখন জেলে, তারা মিটমাট চান। অন্য অংশের নেতা পরেশ বরুয়া বহুদিন ধরেই ভারতের বাইরে আত্মগোপন করে আছেন, তার উপদলটিরও তখন সশস্ত্র উপদ্রব করার ক্ষমতা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বোড়ো বিদ্রোহীদের সঙ্গেও কেন্দ্রীয় সরকার মিটমাটে এসেছেন। প্রথমে বোড়ো অটোনমাস কাউন্সিল হল। তারপর তার ক্ষমতা ও এলাকা বাড়িয়ে ২০০৩ সালে হল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে হিতেম্বর শইকিয়াকে যে অশান্ত অসমের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল, তার থেকে অনেক শান্ত অসমের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তরুণ গগৈ. কিন্তু হিতেশ্বর শইকিয়ার রাজনৈতিক চাতুর্য গগৈর মধ্যে ছিল না। নাহলে তিনি কংগ্রেস দলের উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতারা, যীরা তার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ছাড়লেন ও দলটাকে ভাঙলেন এবং যার পরিণামে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যত হতে হল-- সেটা হয়ত হত না। কারণ হিতেশ্বর শইকিয়া জানতেন, কী বিদ্রোহীদের নেতাকে বশ করা যায়। জানতেন তরুণ গগৈও। কিন্তু তিনি সেই অস্ত্র ব্যবহার করেননি বা করেত পারেননি।

তরুণ গগৈ অপেক্ষাকৃত শান্ত অসমকে পেয়েছিলেন বলেই তাঁর আমলে উন্নয়ন রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদির উন্নয়ন, অনেকটাই হয়েছিল। এই উন্নয়নের সূত্রপাত অবশ্য হয়েছিল অটলবিহারি প্রধানমন্ত্রীর অফিস বা পিএমও-র জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন অশোক শইকিয়া, আইএএস। আর যায় না। অশোক যখন দিল্লির রামযশ কলেজের ছাত্র, তখন থেকেই তার সঙ্গে আস্তে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুবাদেই বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী হন তখন অশোককে পিএমও-র গুরু দায়িত্বে বসান।

তখনই অশোক উদ্যোগী হয় বিশ্বব্যঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (আইএমএফ) থেকে অসমের উন্নয়নের জন্য যাতে অর্থ

আসে তার জন্য। তারপরে ২০০৪ সালে বাজপেয়ী সরকার হেরে গেল। ক্ষমতায় এল কংগ্রেস। মনমোহন সিং হলেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বাজপেয়ীর আমলে বিশ্বব্যান ও আইএমএফ থেকে টাকা আনার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল সেটা ততদিনে ফলবতী হয়েছে। তার সুফলটা পেলেন তরুণ গগৈ। তখন অসমের পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত। উন্নয়নের কাজ করা সম্ভব এবং সেই কাজ শুরু হল। অসমে আলফা এবং বোঝো বিদ্রোহ প্রশমিত করে গেলেন হিতেশ্বর শইকিয়া। সেই শান্ত অসমের দায়িত্ব পেলেন তরুণ গগৈ।

এখানে হিতেশ্বর শইকিয়ার সম্পর্কে একটু বলি। হিতেশ্বর যখন যুব কংগ্রেসের নেতা অসম কংগ্রেসের সহ সভাপতি এবং পরবর্তীকালে অসমের মুখ্যমন্ত্রী শরৎ সিংহ হিতেশ্বরের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। সেটা ১৯৬৮ সালের কথা। তো হিতেশ্বর যখন মুখ্যমন্ত্রী হল (১৯৮৩-র ফেব্রুয়ারিতে) তখন অসমে আলপার দাপাদাপি চলছে। সরকারি আমলা এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের মধ্যেও অনেকেই তখন ভেতরে ভেতরে আলফার সমর্থক, এক ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসার পুলিশ অফিসার তো এইজন্য গ্রেপতার হন এবং জেল খাটেন।

এইসরকম একটা অবস্থায় হিতেশ্বর মুখ্যমন্ত্রী অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তো এই অবস্থা। পারবে চালাতে? হিতেশ্বর একটু হেসে বলল "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বরুণদা, এই নেব। প্রশাসন যন্ত্রের মাথায় যিনি আছেন অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রী) তিনি যদি দক্ষ এবং হুকুম মেনে চলতে বাধ্য হবে। তাদের কাছে চাকরিটাই প্রথম। তাছাড়া আমি তো নতুন নই। আমি স্যারের (মানে শরৎ সিংহ) আমলে তো স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলাম। প্রশাসনিক অফিসারদেরও আমি চিনি, প্রশাসন যন্ত্রটাকেও চিনি। আমি ঠিক চালিয়ে নেব। হিতেশ্বর ঠিকই চালিয়েছিল। আল্‌ফা বিদ্রোহকে দমন করেছিল। আমলারাও সরকারি হুকুম মেনে চলত-যা তাদের চলার কথা।

হিতেশ্বরের অকাল মৃত্যুর পরের নির্বাচনে প্রফুল্ল মহন্ত আবার মুখন্ত্রী হলেন. মানে নিচু ২০০৪ সালের নির্বাচনে অগপ-র পরাজয়ের পর কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় এল। তরুণ গগৈ হলেন মুখন্ত্রী। কিন্ত দলের মধ্যে তখন দলাদলি শুরু হয়েছে। উচ্চাকাম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য। শুরু হল তরুণ গগৈকে সরানোর চেষ্টা। তারপর হিমন্ত বিদ্রোহ করলেন। তার অনুগত ৩২ জন কংগ্রেস বিধায়ককে নিয়ে দল ছাড়লেন। যোগ দিলেন বিজেপিতে। ফলে কংগ্রেস সরকারের পতন হল। নতুন নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন "আসু" বা অল হলেন হিমন্ত। আজও তিনি অসমের "ডি ফ্যাক্টো মুখ্যমন্ত্রী। তরুণ গগৈর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অসমে কংগ্রেসের একটা ধারা লুপ্ত হল। বিমলাপ্রসাদ চলিহা, মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী, শরৎ চন্দ্র সিংহের মতো তরুণ গগৈও ছিলেন "গীওবুঢা" টাইপের চেতনা। প্রতিটি এলাকার একেবারে নীচের তলার কংগ্রেস কর্মীদেরও তিনি নামে নামে চিনতেন। কিন্ত তিনি অতিরিক্ত ভালোমানুষ ছিলেন বলেই সম্ভবত দলটাকে সামলাতে পারেননি। ডিফু ট্রেজারি হয়। অনেক উচ্চাকাজী সহকর্মীদেরও তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। যেটা হিতেশ্বর সরকার চালাতে গেলে যে কুটবুদ্ধির দরকার হয় সেটা তরুণ গগৈর ছিল না।

তরুণ গগৈকে নিয়ে একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দিয়ে লেখাটা শুরু করেছিলাম। আর একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দিয়ে লেখাটা শেষ করি। প্রতি বছর বিছু উৎসবের সময় মুখ্যমন্ত্রী দুপুরে অনেককে আমন্ত্রণ করতেন। লিখিত একবার হল রাজ্য কংগ্রেসের অফিস ভবনে।" আমন্ত্রণ পেয়ে আমিও গেছি। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা

পুলিশ অফিসার বললেন, "আপনার পরিচয়পত্রটা (মানে সরকারি ত্যাক্রেডিটেশন কার্ড) দেখান। তাকে বললাম, পরিচয়পত্র আমার পকেটেই আছে। কিন্ত আমি দেখাব না, কারণ আজ আমি সাংবাদিক হিসেবে আসিনি, এসেছি মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে, তার অতিথি হয়ে। তার আমন্ত্রণ পত্রটা আমার সঙ্গে আছে, সেটা আপনাকে দেখিয়েছি। কাজেই অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড দেখাব না। তিনি গাইগুই করতে থাকলেন। আমি বললাম, তাহলে আমি ভেতরে যাব না, এখান থেকেই ফিরে যাচ্ছি।

ইতিমধ্যে এই টেঁচামেচি গণডগোলের আওয়াজ ভিতরে পৌঁছেছে। দ্রুত এক কংগ্রেস নেতা বেরিয়ে এসে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। অনুষ্ঠান শেষে বেরোনোর সময় সেই নিরাপত্তা অফিসারটিকে দেখতে পেলাম না। দেখলাম, সেই দায়িত্বে আনা হয়েছে অন্য এক পুলিশ অফিসারকে। তার আগে তরুণ গগৈ ওই অশ্রীতিকর ঘটনার

জন্য আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এমনই মানুষ ছিলেন তরুণ গগৈ।

আরও একটা কথা না বললে তরুণ গগৈর সম্পর্কে বলা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অসুস্থ তরুণ গগৈ ভর্তি হয়েছিলেন সরকারি হাসপাতাল, গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ত্যান্ড হসপিটাল। সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাসত্ত ত্যাগ করেন। গুয়াহাটিতে আকাল প্রাইভেট নার্সিং হোম ও পাঁচতারা প্রাইভেট হাসপাতালের অভাব নেই। কিন্তু তরুণ গগৈ চিকিৎসার জন্য সেসব জায়গায় যাননি। তিনি গিয়েছিলেন, সরকারি হাসপাতালে। তার আর এক পূর্বসূরি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহও মারা যান গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। দু"জনেই বলতেন, আমরা নিজেরা যদি অসুস্থ হলে সরকারি হাসপাতালে না গিয়ে অনেক খরচের প্রাইভেট হাসপাতালে যাই, তাহলে কোন মুখে আমরা সাধারণ মানুষকে বলব যে, "সরকারি হাসপাতাল খুব ভালো। তোমরা সরকারি হাসপাতালে যাও।" শরৎ সিংহ, তরুণ গগৈ, এঁরা দু"জনেই কখনও সরকারি হাসপাতালে না গিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে গেছেন যে "আমি তোমাদেরই লোক।" (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভারতই কেন পেয়েছিল মৌলানা কল্বের মত বুদ্ধিমান মুসলমান ধর্মগুরুকে

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

সমস্ত মুসলমান ধর্মীয় নেতারা যদি শিয়া ধর্মগুরু মৌলানা কল্বে সাদিকের মতো শান্ত ও বুদ্ধিমান হন তবে বিশ্বজুড়ে ইসলামের পতনশীল চিত্রটির উন্নতি হতে পারে। মৌলানা কল্বে সাদিকের মৃত্যুর সাথে সাথে কেবল আমাদের দেশই নয় গোটা বিশ্ব একজন উদার মুসলমান ধর্মীয় নেতাকে হারিয়েছে। মৌলানা কল্বে সাদিকের পরামর্শ গ্রহণ করলে রাম জন্মভূমি বিবাদের সমাধান সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা যেত বহু দশক আগে। তিনি বলেছিলেন যে বাবরি মসজিদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত যদি মুসলমানদের পক্ষে হয় তবে তা শান্তিপূর্ণভাবে ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করুন ।সেখানে তিনি হিন্দুদের জন্মভূমি দেওয়ার কথাও বলেছিলেন। এর অর্থ হ"ল তিনি চাইছিলেন যে হিন্দুদেরও এই বিতর্কিত জায়গায় তাদের নিজস্ব রাম মন্দির তৈরি করা উচিত, যা তারা বিশ্বস্ততার সাথে রাম জন্মভূমি হিসাবে বিশ্বাসী। তিনি আরও বলেছিলেন সিদ্ধান্ত যদি হিন্দুদের পক্ষে যায় তবে শান্তিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে।

সকলেরর হৃদয় জিতেছিলেন মৌলানাা কল্বে সাদিকের বলেছিলেন যে সিদ্ধান্তটি যদি মুসলমানদের পক্ষে না হয় তবে তারা আনন্দের সাথে সমস্ত জমি হিন্দুদের দিয়ে দিক। এই বলে মৌলানা সাহেব সবার মন জয় করেছিলেন। তিনি এক প্রকার প্রমাণ করে ছেড়েছিলেন যে ভগবান শ্রীরাম হিন্দু, মুসলমান ছাড়াও ভারতের আত্মা ছিলেন। নিজের উদারবাদী চিন্তাধারার জন্য বারেবারে কট্টর মৌলবাদীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। মুসলমান কট্টরপন্থী তার কাছ থেকে কিছুই শিখেনি। যদি তার কাছ থেকে কিছু শিখতেন তবে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান নিয়ে স্থাপনের পরে আসাদউদ্দিন ওয়েইসি এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত মন্তব্য করতেন না। রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরে এই নির্বোধে কট্টরপন্থীরা বলছিলেন যে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা বিপদে রয়েছে। রাম মন্দিরের ভূমি পূজা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বিষয়ে আসাদউদ্দিন ওয়েইসি এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড নির্লজ্জভাবে যে উল্টো পাল্টা কথা বলেছিল তাতে মৌলানা সাহেব নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছিলেন। মৌলানা সাহেব সারা জীবন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছিলেন।

মোদী মুসলমানদের কাছে অচ্ছুত নন

মৌলানাা কল্বে সাদিক সাহেবকে যতবার শুনেছি, ততবার তাঁর চিন্তাভাবনায় খুব মুগ্ধ হয়েছি। তিনি যখন ভাষণ দিতেন তখন মনে হত প্রতিটি শ্রোতার সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে গিয়ে কথা বলছেন। মৌলানা সাদিক খুব ভদ্র ভাবে কথা বলতেন। তাঁর কথার মধ্যে দূরদর্শী এবং গভীর ভাবনার ছোঁয়া পাওয়া যেত। মনে করুন যে মৌলানা সাদিক ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে বলেছিলেন যে নরেন্দ্র মোদী মুসলমানদের কাছে অস্পৃশ্য নন। মৌলানা কল্বে সাদিক কখনও সত্যি কথা বলতে ভয় পেতেন না। তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন। তিনি এমন কথাও বলতে যা শুনে মুসলমান সমাজের সিংহভাগ অংশ অপছন্দ করত ।কিন্তু তিনি বলতেন যে আমি যা বলছি তা সত্য। তিনি ২০১৬ সালে বলেছিলেন, 'মুসলমানরা নিজেরাই কীভাবে বাঁচতে হয় তা জানে না অথচ যুবকদেরকে ধর্মের পথ দেখানোর চেষ্টা করে। তাদের প্রথমে নিজেরাই সংস্কার করতে হবে যাতে মুসলমান যুবকরা তাদের পথে চলতে পারে। আজ মুসলমানদের ধর্মের চেয়ে উন্নত শিক্ষার দরকার। ' শিক্ষা নিয়ে মুসলমান ধর্মগুরুরা চিন্তিত নন। সে বিষয় বরাবরই উদ্বিগ্ন ছিলেন মৌলানা কল্বে সাদিক। ইসলাম সমাজের দুর্বলতা নিয়ে সংবেদনশীল প্রশ্নে সেই সব মুসলমান বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পীদের মত তিনি নীরব থাকতেন না। নেতিবাচক তথা খারাপ দিকগুলি নিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাবে নিন্দা করতেন। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা হল তারা নিজ ধর্মে থাকা গুন্ডাদের ভয় পেয়ে চলে। তারা এদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহস পায় না। সেই কারণেই কট্টরপন্থী ইসলামি ধর্মগুরুরা মুসলমান সমাজের ছড়ি ঘোরাতেই সাহস পায়। তবে মৌলানা কল্বে সাদিক এই সকল গুন্ডাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতেন। অতএব, বহু মুসলিম তাঁর উপর রাগ করেছিলেন। তবে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তি, যিনি সমস্ত উদার ভারতীয়দের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছিলেন। তিনি কানাডায় বসবাসরত একজন পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত লেখক ও সাংবাদিক তারেক ফতেহের মতো 'আল্লাহর ইসলাম' এর পক্ষেও ছিলেন এবং কট্টরপন্থীদের দ্বারা প্রচারিত 'মোল্লাদের ইসলাম' এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। দুঃখিত, আমি এখানে পাকিস্তানের মৌলানা সইদকে এখানে আনতে চাই। তিনিও বলতে গেলে ইসলামের পন্ডিত। তবে বাস্তবে সে মৃত্যুর বণিক। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ২৬/১১ মুম্বইয়ের ভয়াবহ হামলার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন। মুম্বই হামলায় কুখ্যাত লস্কর-ই-তৈয়বার প্রধান হাফিজ সইদের সংস্পর্শে এসে ছিলেন। তিনি আজমল কাসাবের সংস্পর্শেও ছিলেন। এখন আপনি নিজেই ভাবুন মৌলানা কল্বে ও হাফিজ সইদের মধ্যে কতটা আলাদা। মৌলানা কল্বে সাদিককে শিয়া ধর্মগুরু হিসাবে স্মরণ করবে যিনি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার বার্তা দিয়েছেন। তিনি সর্বদা সমাজের উন্নতির জন্য শিক্ষার গুরুত্বকে জোর দিয়েছিলেন। এটি স্বীকৃতি দিতে হবে যে প্রায় সমস্ত শিয়া মুসলমান শিক্ষার গুরুত্ব বোঝে। এ কারণেই শিয়া মুসলমানরা সর্বস্তরের ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। মৌলানা কল্বে সাদিক লখনউতে লেখাপড়া করেছিলে। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানরা তাদের সন্তানদের মাদ্রাসার জায়গায় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। মৌলানা কল্বে যেহেতু আর নেই, তাই মুসলমানদের পক্ষে তাঁর দেখানো পথে চলাই ভাল।

ছয়ের পাতায়

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার বিজেপির মন্ডল প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

অসামাজিক কাজে লিপ্ত অভিযোগে পাথারকান্দিতে আটক যুবক

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : একাধিক অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার দায়ে আজ রবিবার পাথারকান্দি থানার পুলিশ জনৈক যুবককে আটক করেছে। ধৃতকে পাথারকান্দি ব্লক কংগ্রেসের মাইনোরিটি সেলের চেয়ারম্যান রেজাউল বাহার খন্দকারের ছোট ভাই বছর ৩৫-এর ইকবাল বাহার খন্দকার বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে পাথারকান্দি থানার ওসি উৎপল চন্দ জানান, অভিযুক্ত ইকবাল বাহার খন্দকারকে আজই তার বাড়ি থেকে আটক করে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমারের কাছে সমঝে দেওয়া হয়েছে। সেখানে খোদ পুলিশ সুপার তাকে টানা জেরা করছেন। তবে মূলত কী কী অপরাধে ইকবালকে আটক করা হয়েছে সে সম্পর্কে মুখ খোলেননি ওসি। এই খবর লেখা পর্যন্ত আটক ইকবাল বাহার পুলিশ সুপারের কাস্টডিতে রয়েছে বলে জানা গেছে।

অসম প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে রাজ্যের ২৮,০০০ বুথে সম্পন্ন ‘বুথ কি বাত’, দলের ভিত মজবুত রেখেছে বুথ : মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র অসম প্রদেশের উদ্যোগে রবিবার সূচনা হয়েছে ‘বুথ কি বাত’ কার্যক্রম। আজ সকালে সমগ্র রাজ্যে মোট ২৮ হাজার বুথে আকাশবাণী সম্প্রচারিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের পর ‘বুথ কি বাত’ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিভিন্ন প্রান্তের বুথে রাজ্যের বিজেপি সরকারে দলীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরা এই সব ‘বুথ কি বাত’-এর শুভারম্ভ করেছেন।

এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ডিব্রুগড়ের ১৬১ নম্বর বুথে অংশগ্রহণ করে দলের তৃণমূল ভিতকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেনন। তিনি নির্বাচনের প্রস্তুতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দলের কার্যকর্তাদের সাথে আলোচনা করে করেন। তিনি বলেন শক্তিশালী বুথই আমাদের দলের সাংগঠনিক ভিতকে মজবুত করে রেখেছে।

এদিকে অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজেপি-র অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস বরপেটা রোড শহর মণ্ডলের ১৬০ নম্বর বুথে অংশগ্রহণ করে বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির বুথই হচ্ছে মূল শক্তি। বুথ শক্তিশালী হয়ে থাকলে দলও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ও মজবুত থাকবে।

অন্যদিকে গুয়াহাটির উপকণ্ঠ আমিনগাঁওয়ের বেজেরা মণ্ডলের ৯২ নম্বর বুথে অংশগ্রহণ করে কার্যকর্তাদের উজ্জীবিত করেছেন রাজ্যের অর্থ শিক্ষা স্বাস্থ্য পূর্তমন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া নলবাড়ির পূর্ণকামদেব কিসমত শহরের ২০৯ নম্বর বুথে বিজেপির সর্ববারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা মঙ্গলদৈয়ের সাংসদ দিলীপ শইকিয়া ‘বুথ কি বাত’-এর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে অসমের মোট ২৮,০০০ বুথে আজ মন্ত্রী, বিধায়ক, সংসদ, এবং প্রদেশ, জেলা স্তরের নেতারা ‘বুথ কি বাত’-এর সূচনা করেছেন।

দলের সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি আসন্ন ২০২১-এর নির্বাচন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়েছে আজ। নির্বাচন পর্যন্ত ‘বুথ কি বাত’-এর কার্যক্রম চলবে বলে বরপেটা রোডের অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস।

সিডনির গ্যালারিতে বিয়ের প্রস্তাব ভারতী যুবক, সায় দিলেন অজি বান্ধবী

সিডনি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : মাঠের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেলেও। গ্যালারিতে জয়ী ভারত। রবিবার একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে সিডনির গ্যালারিতে অস্ট্রেলিয়ান বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন জনৈক ভারতীয়। তার সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন অজি বান্ধবী। সেই বিয়ের প্রস্তাবের পুরো দৃশ্য বড় পর্দায় ধরা পড়েছে। স্টেডিয়ামে উপস্থিত অন্য দর্শকরাও তা উপভোগ করেন।

রবিবার একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে চার উউকেটে ৩৮৯ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। রান তাড়া করতে নেমে ভালো শুরু করলেও কিছুক্ষণ পরই ধাক্কা খায় ভারত। তারপর ইনিংসের হাল ধরেন বিরাট ও শ্রেয়স। ২১ তম ওভার শুরুর আগে সিডনির ঐতিহাসিক গ্যালারিতে ভারতীয় জার্সি পরে এক যুবক হাঁটু মুড়ে বসে অস্ট্রেলিয়ান বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। যিনি অস্ট্রেলিয়ার জার্সি পরেছিলেন। তবে দু’’দেশের ব্যবধান তাঁদের মধ্যে ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং বিয়ের প্রস্তাবে ‘হ্যাঁ’ বলেন তরুণী। তারপর একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন তাঁরা। সেই বিয়ের প্রস্তাবের পুরো দৃশ্য বড় পর্দায় ধরা পড়েছে। স্টেডিয়ামে উপস্থিত অন্য দর্শকরাও তা উপভোগ করেন। তরুণী ‘হ্যাঁ’ বলতে তারস্বরে চিৎকার করে ওঠেন তাঁরা। হাততালি দিতে দেখা যায় অজি তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে। ধারাভাষ্যকাররা আবার বলেন, ‘কারা বলেছে, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় !’ পরে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের তরফে টুইটারে বলা হয়, ‘আজ রাতের কি এটাই সবথেকে ঝুঁকিপূর্ণ খেলা ছিল? উনি হ্যাঁ বলেছেন এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল অনুমোদন দিয়েছেন।’

গ্যালারিতে অবশ্য ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ধরা পড়লেও মাঠে বিরাটদের কোনওরকম রেয়াত করেননি স্টিভ স্মিথরা। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেও হেরে সিরিজ খোয়াল ভারত।

ঝাড়গ্রামের বড়শোল গ্রামে তান্ডব চালাল আটটি হাতির দল

ঝাড়গ্রাম, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার ঝাড়গ্রামের বনবিভাগের গিধনী রেঞ্জের বড়শোল গ্রামে তান্ডব চালাল আটটি হাতি। খাবারের সন্ধানেই গ্রামে ঢুকে তান্ডব চালিয়ে একটি বাড়িতে ভাঙ্গচুরও চালায় দলমার দামালেরা।

স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ দীর্ঘদিন ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী এলাকায় আটটি হাতি ঘোরাঘুরি করছে। ধান ও শীতকালীন সবজির ব্যাপাক ক্ষয়ক্ষতি করছে বলেও অভিযোগ করেন। জমিনের ধান কৃষকেরা বেশির ভাগ অংশ ঘরে তুলে নিয়েছে। যার ফলে জমিতে সেভাবে খাবার পাচ্ছে না হাতির দল। তাই এবার গ্রামে ঢুকে খাবারের সন্ধান চালাচ্ছে গৃহস্থের বাড়িতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ঝাড়খন্ডের দিক থেকে আমতলিয়া, কাজিয়া, বাড়ুনশোল হয়ে বড়শোলের দিকে চলে আসছে। আবার কখনও রেল লাইন পার হয়ে মুনিয়াদা, ডুমুরিয়ার দিকেও চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে ওই এলাকায় আটটি হাতি রয়েছে। হাতি গুলিকে তাড়ানো হলেও আবার পুনরায় হাতি গুলিকে ফিরে আসছে। তবে হাতি গুলির উপর সব সময় মনিটরিং করছে বনকর্মীরা। বাসিন্দাদের আরও প্রায় রোজদিন সকাল সন্ধ্যা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দলমাল দলের দাঁতালের। বিঘার পর বিঘ ধান জমি খেয়ে সাবাড় করছে দাঁতালের দল। খাওয়ার পাশাপাশি পায়ে মাড়িয়ে ব্যাপক ভাবে পাকা ধান নষ্ট করছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। বাসিন্দাদের অভিযোগ পাকা ধান ঘরে তোলার আগেই হাতির দলেরা খেয়ে নিচ্ছে। বনদফতর হাতি তাড়ানোর কোনও ব্যবস্থা করছে না অভিযোগ।

এদিকে হাতি তাড়াতে নাজেহাল অবস্থা বনদফতরের। অভিযোগ বারে বারে হাতির দল গুলি ফিরে আসছে। যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে। হাতি গুলি যে পরিমান ক্ষয়ক্ষতি করে সে পরিমান ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না বনদফতর।এবিষয়ে গিধনী রেঞ্জের রেঞ্জার বাসিরুল আলাম, ওই এলাকায় আটটি হাতি রয়েছে। আমরা হাতি গুলিকে ড্রাইভ করে ঝাড়খন্ডের দিকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করছি।

মহিষাদলের জনসভায় কোনও রাজনীতির কথা বললেন না শুভেন্দু

মহিষাদল, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : মন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর তিনি কী বলেন, তা নিয়ে কৌতূহল ছিল সবারই। কিন্তু রবিবার মহিষাদলে অরাজনৈতিক জনসভায় শুভেন্দু অধিকারী কোনও রাজনীতির কথাই বলেননি। এদিনের বক্তৃতায় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব মেদিনীপুরের অবদান নিয়েই বেশিরভাগ বলেছেন। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলেছেন। জানান, ডিসেম্বরে তিনি ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন ও তাম্রলিপ্ত সরকার গঠনের বর্ষপূর্তি পালন করবেন।

মন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর রবিবারই শুভেন্দু অধিকারী প্রথম সভা করেন মহিষাদলের ছোলাবাড়ি রাজবাড়ি প্রাঙ্গনে। অরাজনৈতিক ব্যানারে হওয়া এই শিবিরে কোনওরকম রাজনৈতিক মন্তব্য করেননি তিনি। তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভা ছিল প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী রণজিৎ বয়ালের স্মরণে। গত ১৩ নভেম্বর দুপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যান স্বাধীনতা সংগ্রামী রণজিৎ বয়াল। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। গত ১৬ নভেম্বর মহিষাদলে রণজিতের বাড়িতে এসে এক বড় স্মরণ সভা করার ডাক দেন শুভেন্দু। সেইমতো মহিষাদলের রাজবাড়ি সংলগ্ন ছোলাবাড়ি মাঠে সেই স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে হয়েছে এই স্মরণসভা।

মন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর মহিষাদলের ”অরাজনৈতিক” সভা থেকে তিনি কী বলবেন, তা নিয়ে জল্পনা কম ছিল না। তবে, শুভেন্দু এদিন কিছু না বললেও ডায়মন্ডহারবারের সভা থেকে সুর চড়িয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দুর নাম না করে তিনি বলেন, ”নেতা হোক বা কর্মী, তৃণমূল কংগ্রেসে কেউ প্যারাশুটে নামেনি, লিফটে ওঠেনি। প্যারাশুটে নামলে ৩৫টা পদের অধিকারী হতাম। ছয়ের পাতায়

দলে থেকে দিনের বেলা তৃণমূল আর রাতে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবে তাদের ছাড়বো না : কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়

হুগলি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): দলীয় সভা দলের কর্মী থেকে বিরোধীদের চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমন করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন। অনেকে প্রশ্ন করছে অমুক চলে গেছে তমুক চলে, গেছে যাক না কিচ্ছু এসে যায় না।শুধু নজর রাখুন যারা দলের মধ্যে থেকে দিনের বেলা তৃনমূল আর রাতে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবে তাদের ছাড়বেন না। গোপনে যারা আঁতাত করবে তাদের ছাড়বেন না। একটাই ফ্লেক্স থাকবে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ছবি আর আমরা দিদির সৈনিক।

শ্রীরামপুর আর এম এস ময়দানে রবিবার একটি তৃণমূলের জনসভার আয়জন করা হয়। সেই সভা থেকে শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় বলেন, অনেকে অনেক কৃতিত্ব দাবী করছে তাতে কোনও আপত্তি নেই ভবিষ্যৎ নিশ্চই সব উত্তর দেবে। মানুষ ভোলে না কিছু মনে রাখে, কে কার জন্য এগিয়েছে কে কোথায় বেনিফিট পেয়েছে।মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে গদ্দারী করছে মানুষ কিন্তু তার উত্তর দিয়ে দেবে।আমি রামকৃষ্ণ না স্বামী বিবেকানন্দ না খুদিরাম নিজেকে জাহির করলাম তাতে কিছু হয়না। মানুষ যেদিন বলবে সেদিন হবে, না হলে না।আমার হয়ত পাঁচশ কোটি, হাজার কোটি টাকা আছে কনট্রাক্টর দিয়ে হোডিং লাগিয়ে দিতে পারি তাতেও কিছু হবে না।

তিনি আরও বলে্ এখন নানা রকম অভিযান হচ্ছে। কারা অ্যারেস্ট হচ্ছে কারা হার্টফেল করে মারা যাচ্ছে। সব সেন্ট্রাল গভমেন্টের লোক। বিএসএফ সিআইএসএফ থেকে সিবিআই তারাই ধরা পরছে।সেন্ট্রালের অফিসারদের যদি ঠিকমত ধরা হয় তাহলে কেন্দ্রের অনেক মন্ত্রীর নামও আসবে।জানিনা তদন্ত বন্ধ করে দেবে কিনা।ইডি আমরা যখন জানি কোন মহা মুখের সঙ্গে উনি জরিত রয়েছেন আপনি জানতে পারছেন না। কেন বিজেপিতে আছে বলে। যাদের সারদা নারদা রোজভ্যালীতে অভিযুক্ত ছিল তারা বিজেপিতে গেলো বলে আগামী দিনে যাবে তাড়া গঙ্গাজলে পবিত্র হয়ে গেল।

কবরডাঙায় এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর(হি স): ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একুশে নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। এরই মাঝে চলছে ঠেলাঠেলির খেলা। ফের তৃণমূলের বিরুদ্ধে উঠল অভিযোগের আঙুল। বিজেপি করায় এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ।

অভিযোগ উঠেছে, শনিবার রাতে কবরডাঙা মোড়ে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি কর্মী সুফল ঢালির অভিযোগ তিনি বিজেপি করে তাকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মারধর করেরে। বিজেপি কর্মী সুফল ঢালিকে ব্যাপক মারধর করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এরপরেই হরিদেবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই ব্যক্তি। এরপরেই রবিবার ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। যদিও ওই বিজেপি কর্মীর অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল।

একুশের পর দিলীপ ঘোষকে আর রাজ্যে দেখা যাবে না, তোপ ব্রাত্য বসুর

কলকাতা,২৯ নভেম্বর(হি স): একুশের নির্বাচনের আগে তরজা তুঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর অন্দরে। এরই মাঝে রবিবার ফের দিলীপ ঘোষকে একহাত তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসুর।” একুশের পর দিলীপ ঘোষকে আর রাজ্যে দেখা যাবে না” তোপ ব্রাত্য বসুর।

এই প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু আরও বলেন, ” বিজেপি থেকে প্রায় সাড়ে ৬০০ কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেছেন। আমাদের অনেক নেতা, কর্মী বিজেপিতে যেতে পারেন। কিন্ত আসল কর্মীরা ওখান থেকে চলে আসছে। তাই মাথা চলে গেলেও, ধড় থেকে যাবে। একুশের পর দিলীপ ঘোষকে আর রাজ্যে দেখা যাবে না। তাঁকে হয়তো আবার কোনও সীমান্ত এলাকায় দেখা যাবে। দিলীপ ঘোষকেও মেদিনীপুরে এসে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরতে হবে”।

কাঁকসার আড়া মোড়ে সরকারি শৌচালয় দখল করে তৃণমূল কার্যালয় করার অভিযোগ

দুর্গাপুর, ২৯ নভেম্বর(হি.স.): ”ছিল রুমাল। হয়ে গেল বিড়াল।” সরকারি অনুদানে তৈরী সাধারনের ব্যাবহার্য শৌচাগার দখল করে তৃণমূলের কার্যালয়। নজিরবীহিন ঘটনাটি দুর্গাপুর সংলগ্ন কাঁকসার আড়া মোড়ে। যার ফলে ওই শৌচাগারই ব্যাবহার করতে পারছে না বলে অভিযোগ এলাকাবাসী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিজেপি ও তৃণমূলের রাজনৈতিক চাপানউতোর।

উল্লেখ্য, গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কাঁকসার আড়া মোড়ে জন সাধারনের ব্যাবহারের জন্য কমিউনিটি শৌচাগার ও স্নানাগারটি তৈরী হয়। প্রকল্পটির নিজস্ব ফান্ড থেকে রূপায়ন করে তৎকালীন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতি। অভিযোগ, সরকারি অনুদানে তৈরী শৌচাগার দখল করে চলছে তৃণমূলের কার্যালয়। শৌচালয়ের গেটের ওপর ঝুলছে তৃণমূল কার্যালয়ের ব্যানার। আর রাজনৈতিক দলের দখলে চলে যাওয়ায় সেটি ব্যাবহার করতে পারচ্ছেন না এলাকাবাসী। আর এখানে প্রশ্ন উঠেছে। গোটা দেশ যখন স্বচ্ছ ভারত গড়ার লক্ষ্যে। গোটা বাংলা যখন নির্মল বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তৎপর কেন্দ্র রাজ্য উভয় সরকার। তখন সর্ব সাধারনের ব্যাবহারের শৌচাগার কিভাবে দখল হয়ে গেল? ছয়ের পাতায়

গত ২৪ ঘণ্টায় আমেরিকায় করোনায় আক্রান্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫১ জন

নিউইয়র্ক, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : চরম বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে আমেরিকার করোনা পরিস্থিতি। রবিবারও আক্রান্ত ১.৫০ লক্ষের বেশি। এই নিয়ে গত ২৬ দিন ধরে লাগাতার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা পার করেছে ১ লক্ষেরও বেশি। শুক্রবার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যায় নতুন রেকর্ড গড়ে ২ লক্ষের বেশি হয়েছে। সেই সঙ্গে সংক্রমিতদের মধ্যে মৃত্যুহারও উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে। যা নিয়ে চিন্তায় সে দেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার ভারতীয় সময় দুপুর আড়াইটে নাগাদ আমেরিকার মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৪৯। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫১ জন। আমেরিকার সংবাদমাধ্যমের দাবি, চলতি সপ্তাহে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ১ লক্ষ ৬৬ হাজারেরও বেশি নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন। যা জুলাইয়ের পর থেকে প্রায় আড়াই গুণ বেশি। এখনও পর্যন্ত সে দেশে মৃত্যু হয়েছে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৩ জন কোভিড রোগীর। পাশাপাশি, অন্তত ২০টি রাজ্যে থ্যাঙ্কস গিভিং উইকএন্ডের কোভিড-তথ্য প্রকাশ করেনি। ফলে, উপরের তথ্য হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

থ্যাঙ্কস গিভিং সপ্তাহান্তের জমায়েতের ফলে পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। আসন্ন বড়দিনেরও জমায়েত হতে পারে। স্বাস্থ্যবিধিকে তোয়াক্কা না করার মনোভাবই আমেরিকার করোনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে বলে বিপর্যয়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমনটাই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আমেরিকার বহু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ।

আফগানিস্তানের সামরিক ঘাঁটিতে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত ৩৪জন সেনা

কাবুল, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : আফগানিস্তানের সামরিক ঘাঁটিতে আত্মঘাতী বোমা হামলা। রবিবারের এই হামলায় অন্তত ৩৪ জন সেনা নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। বোমা হামলায় আরও ২৪ জন আহত হয়েছেন।

রবিবার আফগানিস্তানে পূর্বাঞ্চলীয় গজনি প্রদেশে পৃথক দুইটি গাড়িবোমা বিস্ফোরণ হয় বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা। বিস্ফোরণে অন্তত ৩৪ জন সেনা নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। বোমা হামলায় আরও ২৪ জন আহত হয়েছেন।

আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ হামলার ঘটনা নিশ্চিত করলেও হতাহতের বিস্তারিত তথ্য জানায়নি। এখন পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন এ হামলার দায় স্বীকার করেনি।

অসমের বিভিন্ন প্রান্তে রাসলীলার প্রস্তুতি চূড়ান্ত

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : উজান থেকে নিম্ন, নিম্ন-উজান থেকে বরাক উপত্যকা, সর্বত্র রাস মহোৎসবের উন্মাদনা। ব্যতিক্রম নয় মহাপুরুষ শংকরদেবের জন্মস্থান বটদ্রবার বিভিন্ন এলাকা। শরতের পূর্ণিমা রাতে বটদ্রবার নসত্র, ভোমোরাগুড়ি, করচোং সত্র এবং আইভেটির কিশোরী, যুবতী, মহিলারা ‘আসো সখি আসো বোন, বৃন্দাবনে যাই’, ‘শরৎ কালের রাত অতি স্নিগ্ধ’ শীর্ষক গান ও খোল করতালের তালে নৃত্যে মাতাল।

কোভিড-১৯ পরীক্ষা করে তৈরি হয়েছেন রাসোৎসব উদযাপন সমিতি ও কলা-কুশলীরা। কোভিড-১৯ সৃষ্ট অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে প্রটোকল রক্ষা করে নগাঁও জেলার বিভিন্ন স্থানে অনাড়ম্বরভাবে সীমিত আয়োজনে রাস-উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে। উজান অসমের শিবসাগর জেলার ঐতিহাসিক চারিং হাফলুটিং বড়নামঘরে রাস উপলক্ষ্যে রবিবার ভোর থেকে অসংখ্য কৃষ্ণভক্তের সমাগম ঘটেছে। ১৯৫৫ সালে স্থাপিত বড়নামঘর প্রাঙ্গণে কোভিড প্রটোকল মেনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৬৬ তম শ্রীশ্রী কৃষ্ণের রাসলীলা মহোৎসব। নলবাড়ির শ্রীশ্রী হরিমন্দিরে এবার ৮৭-তম রাস মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে অনাড়ম্বরভাবে। প্রস্তুতি সম্পন্ন বরপেটায়ও।

এদিকে সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে নগাঁও জেলার ধিং, জাজরি হাতিচোং, কুজিদাহ, চকলাঘাট, রাইদঙিয়া, বড়চিলা, জামুগুড়ি, শেনচোয়া, বেবেজিয়া, পুরণিগুদাম সহ বিভিন্ন প্রান্তে কুড়ির বেশি স্থানে রাস-উৎসবের পরম্পরা রক্ষা করে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা হচ্ছে।

আগামী ৩ এবং ৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় রাসোৎসবের প্রথম দিন ভোর থেকে উষা কীর্তন, ধর্মধ্বজ উত্তোলন, ভাগবত ভ্রমণ, নাম প্রসঙ্গ, গায়ন-বায়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রাত ৯.০০টায় নারায়ণ বরার পরিচালনায় শ্রীশ্রী কৃষ্ণের রাসলীলা অনুষ্ঠিত হবে জলাহগাঁওয়ের রাস-উৎসব উদযাপন সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে সুনীল শইকিয়া এবং অসীম শইকিয়া জানিয়েছেন। তাঁরা জানান, জলাহগাঁওয়ের নামঘরে গত কয়েকদিন ধরে দিবানিশি রাস ও ভাওনার অনুশীলনে ব্যস্ত যুবক-যুবতী-মহিলারা। তবে বিগত বছরগুলিতে ঐতিহ্যমণ্ডিত রাসে ২০০ জন গোপী নৃত্যলীলা পরিবেশন করতেন। এবার কোভিড প্রটোকলের দরুন মাত্র ৫০ জন যুবতী-মহিলা নৃত্যলীলা পরিবেশেন করবেন।

দল মায়ের মত, মাকে কেউ ছাড়তে পারে না, নাম না করে শুভেন্দুকে আক্রমণ অভিষেকের

সাতগাছিয়া, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : “দল মায়ের মত, মাকে কেউ ছাড়তে পারে না।” দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভা থেকে নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ—করা শুভেন্দু কয়েকদিন আগেই নন্দীগ্রামে এক বিজয়া সম্মিলনীতে বলেছিলেন, ‘আমি প্যারাশুটে নামিনি। লিফটেও উঠিনি। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে উঠেছি।’ সেই ‘প্যারাশুট’ শব্দটিকে ধরে রেখেই এদিন শুভেন্দুকে আক্রমণ করেন অভিষেক। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়ার সভা থেকে তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে এদিন অভিষেক বলেন, ‘লিফটে উঠলে কেউ একটা বিধানসভার সদস্য হয়ে থাকতেন না। কেউ কেউ অনেক কিছু বলে। আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক। বলতেই পারেন। আমি প্যারাশুটে নামলে ৩৫টা পদের অধিকারী হতাম। প্যারাশুটে নামলে দক্ষিণ কলকাতায় লড়তাম, যেখানে আমি থাকি। আমি ২০১৪ সালে প্রার্থী হয়েছি এই ডায়মন্ড হারবারের।’ একইসঙ্গে এদিন প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রীর নাম উল্লেখ না করে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করেছেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস। আর দল সকলের কাছে মায়ের মতো। তৃণমূল কংগ্রেস সকলের মা। মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে ছেড়ে কথা বলবেন? নিজে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে অন্য দলের হয়ে তাবেদারি তল্পিবাহক হলে ছেড়ে কথা বলবেন? মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করা যায় না। একটা বাংলা ছবির সংলাপ আছে, বউ হারালে বউ পাওয়া যায়, মা হারালে পাওয়া যায় না। বিশ্বাসঘাতকতা করলে কড়ায়—গণ্ডায় জবাব দেওয়া হবে।’

ভাইপো বলায় যখন বোঝা যাচ্ছে, তখন নাম বলার কী দরকার রয়েছে, পাল্টা দিলীপ ঘোষ

কলকাতা,২৯ নভেম্বর (হি স): ভাইপো ইস্যুতে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে কয়েকদিন ধরে। কিছুদিন আগে ”তৃণমূলের চাবিকাঠি এখন ভাইপোর হাতে” বলে তোপ দাগেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। এরপরেই ”ভাইপো না বলে নাম উচ্চারণ করুন ” কড়া দেয় হুঁশিয়ারি তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের। এরপরেই শুরু হয় জল্পনা কল্পনা। এরই মাঝে রবিবার ” ভাইপো বলায় যখন বোঝা যাচ্ছে, তখন নাম বলার কী দরকার রয়েছে? খোঁচা দিলীপের।এইই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ” ভাইপো বলায় যখন বোঝা যাচ্ছে, তখন নাম বলার কী দরকার রয়েছে?এফআইআর করার কথা কেন বলছে! আমরা তো এফআইআর-এর কথা বলিনি! তা হলে এফআইআর-এর ভয় কেন?” সিবিআই, এনআইএ, ইডি আছে। এখানে নয়, যেতে হবে ভুবনেশ্বর। আমরা তো বলেছিলাম লাল ডায়েরি পেলে দিদি যাবে জেলে। অনেক মাথাকেই ঢুকতে হবে। ডকুমেন্ট রয়েছে আমাদের কাছে”।

ফের কলকাতায় আরও ৩টি নতুন কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা রাজ্যেব

কলকাতা,২৯ নভেম্বর (হি স): শহর জুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর। আতঙ্কের মাঝেই ফের কলকাতায় বাড়লো কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা।চোখে দেখা না গেলেও অদৃশ্য ভাইরাস আতঙ্কে নাজেহাল শহর। এরই মাঝে আতঙ্কের খবর। ফের শহরে বাড়লো কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা। রাজ্য সরকার ফের কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা বাড়লো। সূত্রের খবর, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, টালিগঞ্জ ও গড়িয়ার একাংশকে কনটেনমেন্টজো জোন হিসাবে ঘোষণা করে হয়েছে। কলকাতা পুরসভা ৬৯ নম্বর ওয়ার্ড, ৮৭ নম্বর ওয়ার্ড এবং ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের তিনটি পৃথক যায়গাকে কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভা থেকে বিজেপি নেতাদের তীব্র আক্রমণ অভিষেকের

সাতগাছিয়া, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভা থেকে বিজেপি নেতাদের তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়ার সভা থেকে তিনি তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে দিলীপ ঘোষ, কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের মত নেতাদের। বলেন, দিলীপ ঘোষ গুন্ডা, কৈলাশ বহিরাগত।

তাঁর চ্যালেঞ্জ, সাহস থাকলে বিজেপির নেতারা নাম করে বলুন কে ভাইপো। এর আগেও মুকুল রায় সহ বিজেপির নেতাদের নানা মন্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করে জয়ী হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি কোনও কথা রাখে না। লকডাউন, করোনার সময় প্রধানমন্ত্রী, অমিত শাহ দিলীপ ঘোষ কোথাও দেখা যায়নি তাঁদের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় নেমেছেন, আমফানে রাত জেগেছেন। আমফানে কেন্দ্র ১ হাজার কোটি দিলেও রাজ্য দিয়েছে ৭ হাজার কোটি।

বোকাজানে পুলিশি অভিযানে প্রায় ১.২০ কোটি টাকার ৫.৮০ কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার

বোকাজান (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী বোকাজানে ৫ কুইন্টাল ৮০ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। আন্তঃরাজ্য সীমান্তের বোকাজানে উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমাণের গাঁজাগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য এক কোটি ২০ লক্ষ টাকার বেশি হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রবিবার বোকাজান থানার পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল শনিবার রাতে নাগাল্যান্ড থেকে অসমের বুক চিরে পাচারকারীরা ইউপি ১৪ ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জন্মদিনে কোয়ারেন্টিনে ‘দেসপারাদো’ তারকা

বেচারা আন্তোনিও বান্দারেজ! নিজের যাটতম জন্মদিনে একটা দুঃখের সংবাদ শোনালেন ভক্তদের। করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। সেই খবর তাঁর হাতে এসেছে
জন্মদিনেই।টুইটারে শৈশবের একটি সাদা—কালো ছবি পোস্ট করে ভক্তদের সেই দুঃখের খবর জানিয়েছেন ‘দেসপারাদো’, ‘পেইন অ্যান্ড গ্লোরি’র মতো সব ছবির খ্যাতিমান স্প্যানিশ অভিনেতা আন্তোনিও বান্দারেজ।
১০ আগস্ট তিনি টুইটারে লেখেন, ‘আপনাদের একটা খবর দিতে চাই। ১০ আগস্ট হোম কোয়ারেন্টিনে আমার জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, করোনার পরীক্ষায় আমার পজিটিভ ফল এসেছে।’ তিনি আরও লেখেন, ‘আমি আরও বলতে চাই, আমি আসলে সুস্থই আছি। কেবল একটু দুর্বল লাগছে। আমি আশাবাদী, চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে শিগগির সেরে উঠব।’
ঘরবন্দী হয়েছেন বটে, কিন্তু বরেণ্য এই অভিনেতা নিশ্চয়ই বসে থাকবেন না। ঝলমলে অভিনয়জীবনে অবসর তিনি খুব কমই পেয়েছেন। এবারে করোনা যে অবসর এনে দিল, তা সার্থকভাবে কাজে লাগাবেন তিনি।
এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ‘এটা আমার কাছে একটা বড় সুযোগ। আইসোলেশনের এই সময়ে পড়ব, লিখব, বিশ্রাম নেব। পরিকল্পনা করেছি, কী করে ৬০তম জন্মদিনকে অর্থবহ করা যায়। সবার জন্য উষ্ণ আদর রইল।’আন্তোনিও বান্দারেজ ছাড়া আরও অনেক হলিউড তারকাই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।
সেই তালিকায় সস্ত্রীক আছেন টম হ্যাঙ্কস। অভিনেত্রী অ্যালিসা মিলানো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে।

নতুন আলু, শিমের বিচি ক্যাটরিনার প্রিয় খাবার

বলিউডের সবচেয়ে ফিট তারকাদের একজনই ক্যাটরিনা কাইফ। তবে অন্যান্য ফিট তারকার মতোই ক্যাটরিনার দাবি, তিনি খেতে খুবই ভালোবাসেন। খাবারই ক্যাটরিনাকে সবচেয়ে খুশি রাখে। মজাদার খাবার খাওয়াই ‘ক্যাটে’র দিনের সবচেয়ে আনন্দময় সময়। ক্যাটরিনা দুপুরে কী খেতে ভালোবাসেন? উত্তরে ‘রাজনীতি’, ‘ধুম থ্রি’, ‘এক থা টাইগার’, ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’, ‘ভারত’খ্যাত এই তারকার সাফ জবাব, ‘খাওয়া আমার কাছে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোর একটি। একটা ভালো ডিশ আমাকে যতটা খুশি রাখে, আর কোনো কিছু আমাকে ততটা খুশি দিতে পারে না। দুপুরের জন্য আমার প্রিয় খাবার সেদ্ধ মাছ, গ্রিল করা সবজি আর সালাদ। আমি যখনই মেহবুব স্টুডিওতে শুটিং করতে যাই, মেরিল্যান্ড চায়না বা তাজ ল্যান্ডস অ্যান্ড থেকে এই খাবার আনাই। ওরা এটা খুব ভালো বানায়।’
যুক্তরাজ্যে বেড়ে ওঠা ক্যাটরিনা ব্রিটিশ খাবার খুবই ভালোবাসেন। ভারতের মুম্বাইয়ে ক্যারিয়ার গড়তে আসার পর ক্যাটরিনার সবচেয়ে বড় সংকট ছিল খাবারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া আর ঠিকঠাক স্বাদের ইংলিশ খাবার খুঁজে খুঁজে বের করা। ভারতীয় সংস্কৃতির তারকা হতে চাওয়া ক্যাটরিনার হিন্দি ভাষার মতোই ভারতীয় খাবারকে আপন করে নিতে সময় লেগেছে। ক্যাটরিনা বলেন, ‘এখনো আমার সকালের নাশতার টেবিলে ‘‘ইংলিশ ব্রেকফাস্ট’’ শোভা পায়। ডিম, সসেজ ও সেদ্ধ শিমের বিচি। এটাও আমার প্রিয় খাবার। ইয়র্কশায়ার পুডিংও আমাকে খুশি করে। আর আমার আরেকটি দারুণ প্রিয় খাবার হলো ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি বড়া, পোড়ানো নতুন আলু আর সালাদ।’
লকডাউনে দুর্দান্ত সময় কাটছে ক্যাটরিনার। নিজের ব্যবসা, সাইকেল চালানো, গিটার বাজানো, রান্না, থালাবাটি মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, অনলাইনে আড্ডা দেওয়াকিছুই বাদ নেই। এর মধ্যে কথিত প্রেমিক ভিকি কৌশলও রোববার ক্যাটরিনার বাড়িতে এসে দেখা করে গেছেন। ক্যাটরিনাকে এবার দেখা যাবে রোহিত শেঠি পরিচালিত ‘সূর্যবংশী’ সিনেমায় অক্ষয় কুমারের বিপরীতে।

শাহরুখের অফিস এখন আইসিইউ

শাহরুখ খান একই সঙ্গে অভিনেতা, প্রযোজক ও উদ্যোক্তা। নিজের অর্থ ও খ্যাতি নিয়ে আগেও বিপদাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। করোনা মহামারির শুরুর দিকে নিজের একটি অফিসকে আইসোলেশন সেন্টারে পরিণত করেছিলেন। বিএমসি ও হাসপাতালের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত সেখানে ভর্তি হয়েছেন করোনায় আক্রান্ত ৬৬ জন। এর ভেতর ৫৪ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে সেখানে আর কাউকে আইসোলেশনে রাখা হবে না। শাহরুখের এ অফিস এখন থেকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
ইতিমধ্যে আইসিইউয়ের সেবা দেওয়ার জন্য ১৫টি বিশেষ বিছানাসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
মুম্বাইয়ের খারের হিন্দুজা হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক অবিনাশ এর তত্ত্বাবধান করছেন। ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমরা বিএমসি ও শাহরুখ খানের মির ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সবকিছু করছি। ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন লাইন, হাই ফ্লো নাজাল অক্সিজেন মেশিন, লিকুইড অক্সিজেন স্টোরেজ ট্যাংকসবকিছুর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংকটাপন্ন রোগীদের জন্য সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় অপারেশন থিয়েটারও বানানো হবে।’
অন্যদিকে দীর্ঘদিন ভক্তরা বড় পর্দায় তাঁদের প্রিয় তারকা শাহরুখের দেখা পাচ্ছেন না। রাজকুমার হিরানির পরিচালনায় শাহরুখের ছবির শুটিং পিছিয়ে গেছে। এখন শোনা যাচ্ছে, যশ রাজ ফিল্মসের ‘পাঠান’ ছবি দিয়ে ফিরবেন বলিউডের এই বাদশা। ছবির নাম শাহরুখের চরিত্র অনুযায়ী রাখা হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। গত বছর এই পরিচালক হৃতিক রোশন ও টাইগার শ্রফকে নিয়ে ২০১৯ সালের সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জনকারী ছবি ‘ওয়ার’ উপহার দিয়েছেন। ‘পাঠান’ ছবির চিত্রনাট্যের কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এমনকি কিং খান ছবিসংক্রান্ত সব কাগজপত্রে সই করে ফেলেছেন। যশ রাজের সঙ্গে বসে শাহরুখ এখন শুটিংয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করছেন।
‘পাঠান’ ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে আরও একবার পর্দায় আসছেন দীপিকা পাড়ুকোন।
আগামী মাসে যশ রাজ ফিল্মসের ৫০ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এ শুভক্ষণে আদিত্য চোপড়া শাহরুখের সঙ্গে নতুন ছবির ঘোষণা দিতে পারেন। ছবিটি মুক্তির দিনও নাকি তিনি ঘোষণা করবেন। শোনা যাচ্ছে, ২০২১ সালের ২ অক্টোবর ‘পাঠান’ মুক্তি পাবে।

মাইলির নতুন গান, পুরোনো প্রেমকাব্য

মার্কিন সংগীতশিল্পী, গীতিকার, রেকর্ড প্রযোজক ও অভিনয়শিল্পী মাইলি সাইরাসের নতুন গান ‘মিডনাইট স্কাই’ মুক্তি পাবে ১৪ আগস্ট। লকডাউনের দিনে নতুন গানের ঘোষণা দিয়ে ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ও ফেসবুকে মাইলি লিখেছেন, ‘নতুন গান মুক্তির অপেক্ষা সব সময়ই দীর্ঘ। অবশেষে সেই সময় চলেই এল।’
বান্ধবী, আরেক সংগীততারকা ডুয়া লিপাকে ইতিমধ্যে গানটি যে শুনিয়েছেন, সেটিও জানাতে ভুললেন না। লিখেছেন, ‘ডুয়া যা শুনেছে, আপনি তা শোনেননি।’মাইলি যতবার সংগীত নিয়ে আলোচনায় এনেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশিবার এসেছেন ব্যক্তিজীবন নিয়ে। বয়স সবে ২৭, সেই তুলনায় মাইলির প্রেমিকের সংখ্যা বেশ দীর্ঘ। মাত্র ১৪ বছরে মাইলি আলোচনায় এসেছিলেন সবমবয়সী আরেক মার্কিন সংগীতশিল্পী নিক জোনাসের (প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার বর্তমান জীবনসঙ্গী) সঙ্গে প্রেম করে। ২০০৬ সালের সেই প্রেম শেষ হলো ২০০৭—এ। এরপর তিনি ৯ মাস প্রেম করেছেন মডেল জাস্টিন গাস্টনের সঙ্গে। এরপর ‘দ্য লাস্ট সং’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় সহকর্মী লিয়াম হেমসওর্থের সঙ্গে প্রেম শুরু করেন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া সেই প্রেম ২০০৯ সালেই ভেঙে যায়। সেই সময় লুকাস টিল ও জোস বোম্যানের সঙ্গে মাইলির সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। ২০১১ সাল পর্যন্ত মাইলি নিয়মিত গানের সংবাদের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ক্রমাগত আলোচনায় থেকেছেন।
এরপর ২০১২ সালে হুট করেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ভেসে ওঠে মাইলি সাইরাস ও লিয়াম হেমসওর্থের বাগদানের খবর আর ছবি। কিন্তু সেই বাগদান বিয়ে পর্যন্ত গড়ানোর আগেই ২০১৩ সালে ভেঙে যায়। এরপর মাইলি কিছুদিন প্রযোজক মাইক উইল মেক-ইটের সঙ্গে প্রেম করেন। পরের বছর অভিনেতা প্যাটরিক শোয়ার্জেনেগারের সঙ্গে প্রেম করেন। ২০১৫ সালে মডেল স্টেলা ম্যাক্সোয়েল ও ২০১৬ সালে কমেডিয়ান ডেন কুকের সঙ্গেও নাম জুড়েছে মাইলির। ২০১৯ সালে তিনি প্রেম করেন ব্লগার কেটলিন কার্টারের সঙ্গে।এর মধ্যে আবার ২০১৬ সালে মাইলি আর লিয়ামের ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগে। আবার তৃতীয় দফায় লিয়ামের সঙ্গে কিছুদিন ‘অন অ্যান্ড অফ’ সম্পর্কের পর ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে মাইলি সাইরাস ও লিয়াম হেমসওর্থ বিয়ে করেন। ২০১৯ সালের আগস্টে তাঁরা আলাদা হন। আর ২০২০ সালের ২৮ জানুয়ারি তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্ন হন। মাইলি এখন অস্ট্রেলীয় সংগীতশিল্পী কডি সিম্পটনের সঙ্গে প্রেম করছেন।

অরল্যান্ডোর সুখেই মিরান্ডার সুখ

বিচ্ছেদ হয়েছে, তাতে কী! পুরোনো প্রেমিক কিংবা জীবনসঙ্গীর বর্তমান সুখ দেখে ঈর্ষা নয়, বরং আনন্দিত হওয়া যায়। কী, বিশ্বাস হলো না? হলিউড তারকা অরল্যান্ডো ব্লুমের প্রথম স্ত্রীর মুখেই তাহলে শুনুন। ড্রিউ ব্যারিমোরের টক শোতে পুরোনো প্রেমিককে এমন কথাই বলেছেন অস্ট্রেলিয়ান মডেল মিরান্ডা কের। তিনি বলেছেন, তাঁর সাবেক স্বামী অরল্যান্ডোর সুখই তাঁর সুখ। অরল্যান্ডো কেটি পেরির সঙ্গে সুখে আছে, এটা তাঁকে সুখী করেছে। ৩৭ বছর বয়সী মিরান্ডাও তিন বছর ধরে সুখের সংসার পেতেছেন ৩০ বছর বয়সী প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইভান স্পিগেলের সঙ্গে।
মিরান্ডা বলেন, ‘কেটিকে আমি খুবই পছন্দ করি। অরল্যান্ডোর হৃদয়ে কেটি সুখের ফুল ফোটাতে পেরেছে, আমি এতে খুবই খুশি। কারণ, দিন শেষে অরল্যান্ডো আমার প্রথম সন্তানের বাবা। ফিনের একটা সুখী মা আর একটা সুখী বাবা আছে। আর ফিনের মা হিসেবে এটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার নিজেরও চমৎকার একজন জীবনসঙ্গী আছেন। আমি চাই, আমরা যেন সবাই সবাইকে সম্মান করতে পারি।’
কেটির সঙ্গে দেখা করতে তর সইছে না মিরান্ডার। এমনটাও জানিয়েছেন তিনি। মিরান্ডা বলেন, ‘আমি শিগগিরই কেটির সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি আমার সন্তানের বাবাকে সুখী করেছেন। একটা শিশুর জন্য তাঁর মা—বাবা দুজনকেই সুখী দেখে বড় হওয়া জরুরি। কেটির জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। মা হওয়ার জন্য কেটিকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আর অরল্যান্ডো একজন চমৎকার বাবা। আমি খুশি যে সে আমার বড় ছেলের বাবা। তাঁর সঙ্গে জীবনের খানিকটা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।’
২০০৭ সাল থেকে মিরান্ডা আর অরল্যান্ডো ব্লুমের প্রেম। ২০১০ সালের জুলাই মাসে এই জুটি বিয়ে করেন। ২০১১ সালের ৬ জানুয়ারি জন্ম নেয় ছেলে ফিন। ২০১৩ সালে তাঁরা আলাদা হয়ে যান। ২০১৫ সাল থেকে মিরান্ডা প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইভানের সঙ্গে প্রেম শুরু করেন। ২০১৭ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে হার্ট ও মাইলস নামে দুই সন্তানের মা হন মিরান্ডা। ফিনের বয়স ৯, হার্টের ২ ও মাইলসের ১৩ মাস।
এদিকে ৪৫ বছর বয়সী অরল্যান্ডো আর ৩৬ বছরের কেটির প্রেমের শুরু ২০১৬ সাল থেকে। ২০১৯ সালে অরল্যান্ডো কেটিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ২০২০ সালের আগস্টে এই জুটির কন্যাসন্তান ডেইজি জন্ম নেয়।

রবিবার নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

শিল্পশহরে জলকষ্টে তেষ্টা মিটিয়েছে, রাম সায়রের প্রস্রবনের জল অপচয় রোধ ও সংরক্ষনের দাবী

দুর্গাপুর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): এ যেন ফল্গু ধারা। অন্তসলিলা নদী। মাটি খুঁড়লেই উপচে পড়ছে সুস্বাদু জল। শুধু তাই নয়। আবার ওই জলস্রোতের এতটাই গতি, মেশিন ছাড়াই প্রায় এক কিলোমিটার দুরে রিজার্ভার ভর্তি হচ্ছে। ওই রিজার্ভার থেকে অবিরাম গতিতে জল পড়ছে। আর ওই পরিশ্রুত জলই একমাত্র পান করার ভরসা গ্রামবাসীদের। নজিরবীহিন প্রস্রবনটি রয়েছে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের সরপি গ্রামে। মিনারেল হওয়ায় কদর রয়েছে ওই জলের। জ্যারকিন ভর্তি জল বিকোচ্ছে আশপাশে গ্রাম ছাড়াও শিল্পশহরে।

দুর্গাপুর শিল্পশহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দুরে সরপি গ্রাম। গ্রামের পাশেই খনি অঞ্চল। তাছাড়াও রয়েছে মোরাম খাদান। গ্রাম লাগোয়া রামসায়র পুকুর। প্রায় ৭ একর। সারাবছরই জলপুর্ন থাকে। ওই পুকুর পাড়ে রয়েছে প্রচীন রামেশ্বর শিব মন্দির। পুকুর লাগোয়া ফাঁকা মাঠেই রয়েছে প্রস্রবন। সামান্য মাটি খুঁড়লেই উপচে পড়ছে স্বচ্ছ জল। দেখলেই মনে হয়, যেন কোন অন্তসলিলা নদী প্রবাহমান রয়েছে। আর তাই হয়তো ফল্গু নদীর মত মাটি খুঁড়লেই জল বেরিয়ে পড়ছে। ওই জল পরিশ্রুত ও সুস্বাদু। পরীক্ষামুলক ভাবে দেখা গেছে ওই জল পানের উপযোগী।নব্বইয়ের দশকে বামফ্রন্টের জামানায় রামসায়েরের কোল ঘেঁষে মাটির মধ্যেই কংক্রিটের বাঁধানো ছোট ট্যাঙ্ক করা হয়। এবং সেখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দুরে গ্রাম লাগোয়া রিজার্ভার করা হয়। কোনরকম মেশিন ছাড়া নলবহিত হয়ে ওই প্রস্রবনের জল রিজারভারে ভর্তি হয়। এবং ওই রিজারভারে ট্যাপকল করা হয়েছে। দিনরাত অবিরাম গতিতে পড়ছ প্রস্রবনের জল। সেখান থেকে গ্রামবাসীরা পানীয় জল নেয়। সরপি গ্রাম ছাড়াও আশপাশের উখড়া, খান্দরা, ঝাঁঝরা সহ প্রায় ১০ টি গ্রামে ওই জলের চাহিদা রয়েছে। সকাল থেকে ৫-৬ জন হকার টোটো ভ্যানে ও ২৫ জন সাইকেলে করে ওই জল বিক্রি করে। ১৫ লিটারের জার ১০ টাকা। জল বিক্রেতা সুভাষ দাস জানান,' একটা সময় রোজগার ছিল না। গ্রামের কয়েকজন প্ল্যাস্টিকের জার দিয়ে সহায্য করে। তাদের বাড়ী ছাড়াও অনেক বাড়ীতেই জল পৌঁছে দিই। ২৭ টা জার আছে। সারাদিনে চারবার ট্রিপ হয়। জল বিক্রির ওপর সংসার চলে।' ২০০৫-০৬ সালে তৎকালীন সাংসদ সুনীল খাঁ সাংসদ তহবিল থেকে সরপি গ্রামে ৬ টি জল ট্যাঙ্ক তৈরী করা হয়। এবং গ্রামের রুইদাস পাড়ায় রিজার্ভারে পাম্প বসানো হয়। ওই রিজারভার থেকে জল নলবাহিত হয়ে গ্রামে সরবরাহ হত। কিন্তু বছর কয়েক পর ওই পরিসেবা বন্ধ হয়ে পড়ে। পরে পিএইচই থেকে আলাদা প্রকল্পে নলবাহিত জল সরবরাহ শুরু করলেও, সেই জল পানে অনিহা গ্রামবাসীদের।

প্রশ্ন, রামসায়রে ফাঁকা মাঠে ওই প্রস্রবনের কারন কি? তাহলে কি অতীতে কোন নদী ওই পথ দিয়ে প্রবাহমান ছিল? রামসায়ের আশপাশে গ্রাভেলসখাদান রয়েছে। সেখানের গ্রাভেলসকুপ, নলকুপ বোরিংয়ের পর স্বচ্ছ জলের জন্য নীচে দেওয়া হয়ে থাকে। ধারনা, রামসায়ের ওই খোলামাঠ এলাকায় জলস্তর খুব কাছেই। মাঠির নীচে গ্রাভেলসরয়েছে। যে কারনে ভুগর্ভস্ত থেকে উপচে পড়া প্রস্রবনের জল পরিশ্রুত। গ্রামবাসীরা জানান,' বর্ষায় জলের গতি বেশী থাকে। গ্রীষ্মকালে একটু কম থাকে গতি। জল কোনরকম পাম্প ছাড়ায় রিজারভারে জমা হয়। সেখান থেকে পাইপ মাধ্যমে জল বের হয়। ওই জল বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত। যাকে বলা হয় খাঁটি "মিনারেল ওয়াটার"।' গ্রামবাসীরা জানান,'গ্রামে পিএইচই থেকে আলাদা করে নলবাহিত জল পরিষেবা দেয়। কিন্তু নিকাশীর নীচে হওয়ায় প্রায়ই পাইপ ফুটো হয়ে নোংরা জল আসে। তাই রামসায়ের জলই গ্রামের সকলে পান করে। এবং একমাত্র ভরসা।'

বাসিন্দারা জানান,' আশপাশের গ্রাম ছাড়াও শহর দুর্গাপুরের প্রচুর লোক এই জল নিয়ে যায়। লকগেট বিপর্যয়ের সময়ও এখান থেকে অনেক শহরবাসী জল নিয়ে গেছে। জোগান হয়েছে। গ্রীষ্মকালে জল নেওয়ার লাইন বেশী থাকে। রাত থেকে জল নেওয়ার লাইন পড়ে।' বাসিন্দারা জানান,' জল অপচয় বা নষ্টও হয়। তাই রামসায়ের জল সংরক্ষন করে সরকারিভাবে নলবাহিত পরিষেবা দিলে প্রচুর মানুষ যেমন উপকৃত হবে। তেমনই জলের অপচয় কম হবে।' স্থানীয় বিজেপি নেতা জিতেন চ্যাটার্জী বলেন,' রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব। প্রাকৃতিক এই প্রস্রবন জল অপচয় কমিয়ে সংরক্ষন দরকার। আমরা উদ্যোগ নিয়ে বর্তমান রিজারভারে কিছু ট্যাপ বসিয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা নিয়েছি।' স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুজিত মুখোপাধ্যায় বলেন,' বিষয়টি নজরে আছে। রামসায়ের ওই জল সংরক্ষন করে পরিষেবা দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।'

হায়দরাবাদের পৌরসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ও টি আর এসের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব অমিত শাহ

হায়দরাবাদ, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে পৌরনিগমের নির্বাচন নিয়ে এখন থেকেই টিআরএস এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শুরু করেছে বিজেপি। রবিবার হায়দরাবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেছেন, হায়দরাবাদকে তথ্যপ্রযুক্তির হ্যাবে পরিণত করতে প্রধান অন্তরায় টিআরএস এবং কংগ্রেস। তথ্যপ্রযুক্তির কেন্দ্রে পরিণত হবার ক্ষেত্রে হায়দরাবাদের সব ধরনের যোগ্যতা রয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে টাকা দেওয়ার সত্বেও শহরের পরিকাঠামো তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে হায়দরাবাদ পৌরনিগম। বর্তমানে পৌরনিগমের দায়িত্বে থাকা টি আর এস হায়দরাবাদ শহরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার জন্য হায়দরাবাদবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অমিত শাহ।

তিনি আশা প্রকাশ করেছেন এবারের পৌরনিগম নির্বাচনে বিজেপি কেবলমাত্র নিজের সংখ্যা বাড়াবে না এবার পৌরনিগমের মেয়র পদে কোন বিজেপি নেতা বসতে চলেছে। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এমআইএমকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, শহর জুড়ে অবৈধ নির্মাণ করেছে এম আই এম। শহরের একাধিক জায়গায় জবর দখল করে রেখেছে এই দল। শহরের সংকটে এই দলকে কখনো দেখা যায়নি।

'মন কি বাত'-এ মোহময়ী চেরি ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে শিলং যাওয়ার ডাক প্রধানমন্ত্রী মোদীর

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মেঘ-পাহাড় ও ঝরনার দেশ মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙের কোলে কোলে ছেয়ে গেছে গোলাপি আর সাদা রঙের চেরি ফুল। ছবির মতো সুন্দর শিলঙের চারপাশ জুড়ে মোহময়ী চেরি ফুলের সমাহারে মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ আকাশবাণীতে তাঁর ৭১ তম 'মন কি বাত'-এ শিলঙের চেরি ফুলের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী শিলঙের চেরি ফুলের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, দেশে এখন শীতের মরশুম। শীতের হাত ধরে ফুটেছে নয়নাভিরাম চেরি ফুল। চেরি ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আমাদের জাপানে যেতে হবে না। শিলঙের চেরি ফুল হাত তুলে ডাকছে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

প্রতিবছর জাপানে চেরি ফুলের সমাহার উপভোগ করতে হাজারো পর্যটকের সমাবেশ ঘটে। প্রধানমন্ত্রী তাই বোঝাতে চেয়েছেন, জাপান নয়, ঘরের কাছেই চেরি ফুলের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য যান শিলং।

প্রসঙ্গত, বিশ্বে একমাত্র শিলঙেই হেমন্তে ফোটে গোলাপি আর সাদা হিমালয়ের চেরি ফুল, সংস্কৃতে যাকে বলা হয় পদ্মকাষ্ঠা। পাহাড়ের গায়ে শরতের হাওয়া লাগলেই রং বদলে যায় পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার, দুধে আলতা ফুলে সেজে ওঠে তারা। তাই বিগত কয়েক বছর ধরে মোহময়ী শিলংকে দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে টানতে পালিত হয় ইন্টারন্যাশনাল চেরি ব্লসম ফেস্টিভ্যাল।

কয়লা-গরুপাচার কাণ্ডে টাকা ঢোকা বন্ধ হওয়ায় আলুর মূল্যবৃদ্ধি, শাসক দলকে আক্রমণ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা,২৯ নভেম্বর (হি স): আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যের শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।" কয়লা-গরুপাচার কাণ্ডে টাকা ঢোকা বন্ধ হওয়ায় আলুর মূল্যবৃদ্ধি" রবিবার এভাবেই শাসক দলকে আক্রমণ দিলীপ ঘোষ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে আলুর দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে খোঁচা দেন প্রশান্ত কিশোরকেও। তিনি বলেন, "গোটা রাজ্যে স্লোগান উঠছে পিকে হঠাও টিএমসি বাঁচাও"। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, " আলুর দাম নিয়ে সকলে চিন্তিত। পশ্চিমবঙ্গে আলু যদি না পাওয়া যায় তাহলে সেটা খুব চিন্তার বিষয়। শীতের সবজির দাম এখনও কমেনি।৪০ টাকা, ৫০ টাকা কোথাও কোথাও ৬০ টাকা আলুর দাম দেখে আমি অবাক হয়ে যাই কিভাবে আলুর দাম বাড়লো? আসলে যে সিন্ডিকেট চলে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে কাটমানি আসছে না। গরু, কয়লার টাকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আলুর দাম বাড়ছে। কাটমানি পেতে আলুর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর যুক্তি, আলুর দামবৃদ্ধির জন্য দায়ী রাজ্যের শাসকদল। কয়লা-গরুপাচার কাণ্ডে টাকা ঢোকা বন্ধ হওয়ায় আলুর মূল্যবৃদ্ধি। এর জবাব মানুষ দেবে। আলুর দাম নিয়ে সাধারণ মানুষ চিন্তিত। সিন্ডিকেটের টাকা ঢোকা বন্ধ হয়েছে। গরুর টাকা, কয়লার টাকা পুষিয়ে দেওয়ার জন্য ইলেকশান ফান্ড বানানো হচ্ছে আলু পেঁয়াজের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি প্রশাসনের কোনও কন্টোল নেই। আর এতে পশ্চিম বাংলার মানুষের কষ্ট বাড়ছে। খুন খারাপি বাড়ছে। একের পর এক নেতা তৃণমূল ছাড়ছে"।

মমতাা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জেলাসফর শুরু করছেন ৭ ডিসেম্বর থেকে। ডিসেম্বরে রাজ্যে আসার কথা জে পি নাড্ডার সেই প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ ঘোষ বলেন," জে পি নাড্ডা এবার রাজ্যে এলে বড় কোনও সভা করবেন না। মূলত জেলায় বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি, কথা বলবেন সংগঠনের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে"।

এর পরেইমুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে বাঁকুড়ায় কেউ ভাত দেননি। উনি বাঁকুড়ার মানুষদের অপমান করেছে। গোটা রাজ্যে স্লোগান উঠছে পিকে হঠাও টিএমসি বাঁচাও"।

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনে উচ্ছ্বসিত তথাগত রায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭১ তম মন কি বাত অনুষ্ঠানের বক্তব্য শুনে টুইটারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

এদিন নিজের টুইট বার্তায় তথাগত রায় লিখেছেন, মন কি বাতের সার কথা হচ্ছে জীবনের পুরোটাই রাজনীতি নয়। কিন্তু বাঙালি হিন্দুদের রাজনৈতিক উপায়ে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট থেকেছে বামপন্থীরা। এদিনের মন কি বাত অনুষ্ঠানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাক্তনীদের অংশগ্রহণ, ঋষি অরবিন্দ, আত্মনির্ভর ভারত, গুরু নানক, মানবতার প্রতি সেবা, কৃষিতে সংস্কার, কৃষকদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া, ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর মতন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হয়নি।

উল্লেখ, করা যেতে পারে, দিনের মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন কৃষিতে সংস্কার কৃষকদের অধিকার এবং সুযোগকে সম্প্রসারিত করেছে। বহু দশক ধরে কৃষকদেরকে যে শৃংখল পরিয়ে রাখা হয়েছিল তা এই আইনের মাধ্যমে খসে পড়েছে।

বিশ্ব মৎস্যদিবসে অসম কেন পেয়েছে পুরস্কার, মাছ উৎপাদনে সাফল্যের খতিয়ান তুলে জানালেন মন্ত্রী পরিমল

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মাছের পোনা উৎপাদনে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অসম শীর্ষ স্থান দখল করেছে। আজ রবিবার বেলা ১১টায় রাজ্য মৎস্য অধিকরণের মিলনায়তনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানান মৎস্য, বন ও পরিবেশ এবং আবগারি মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

বিভাগীয় কমিশনার-সচিব প্রমুখ উচ্চপদস্থ এবং পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এ বছর বিশ্ব মৎস্য দিবসে অসম কী কারণে পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তার বর্ণনা করতে গিয়ে মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য বলেন, ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৯-২০ বর্ষে রাজ্যে মাছের উৎপাদন ৬৭.৬৫ শতাংশ বেড়েছে। কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতিতে লকডাউনের সময় রাজ্যে প্রয়োজনীয় মাছের চাহিদা স্থানীয় উৎপাদিত মাছ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। এই মাছগুলো ফিশফেড-এর মাধ্যমে বিপণন করা হয়েছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ডের পুরস্কারপ্রাপ্ত নলবাড়ির অমল মেধিও উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যে মৎস্য পালনের ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের কাছে বিভাগের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে মন্ত্রী পরিমল জানান, মাছের পোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে অসম স্বনির্ভরশীল তো বটেই, পার্শবর্তী রাজ্য যেমন অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরামেও মাছ রফতানি করছে অসম। ২০১৫-১৬ বর্ষে যেখানে ২.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হতো, ২০১৯-২০ বর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ৩.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ গত চার বছরের মধ্যে রাজ্যে মাছের উৎপাদন ২৬.৮৭ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৮ সালের ১৫ জুন সরকারি বিজ্ঞপ্তি বলে 'ফিশফেড'-এর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব মৎস্য বিভাগে হস্তান্তর করা হয়।

তিনি আরও জানান, পুরুষ মাছকে না মেরে মাগুর মাছের পোনা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে রাজ্য। কামরূপ জেলার আমরাঙায় ক্ষেত্রীয় মৎস্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাছের পোনা উৎপাদন তথা গবেষণা কেন্দ্রে মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক রবেন দাসের নেতৃত্বে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। গত বছর রাজ্যের ১৫টি জেলার মৎস্য পালক প্রায় ২ লক্ষ স্থানীয় মাগুর মাছের পোনা সংগ্রহ করেছেন। এই প্রথম চক্রীয় মৎস্য পালন (রি-সার্কুলেটরি অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম সংক্ষেপে আরএএস) প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাবদা, ভাঙন, কুড়ি, কই, মাগুরের মতো স্থানীয় মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনের কাজ চলছে। মৎস্য পালনের ক্ষেত্রে আরও এক নব সংযোজন হয়েছে, সেটা জলাধারে জৈবপুঞ্জের ব্যবহার, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় বায়োফ্লক ফিশ কালচার। মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশের মতো পার্শবর্তী রাজ্যে এই দুই ব্যবস্থার প্রতি যুবপ্রজন্ম খুব আকর্ষিত হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী।

তিনি জানান, অত্যাধুনিক ব্যবস্থা চালু করে রুই, কাতলা, মৃগেল ছাড়াও পাবদা, কুঁচে, কই, মাগুর, শিং, কুড়ি, ভাঙন, মৌরালি মাছের চাষ হচ্ছে।

এছাড়া রাজ্যের নিজস্ব বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প যেমন জাতীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, নীল বিপ্লব প্রকল্প, ঘরে ঘরে পুকুর ঘরে ঘরে মাছ, ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে ১২ হাজার ৫০০টি ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন নতুন পুকুর নির্মাণ করে মৎস্য পালন করা হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে আরও একটি আধুনিক উপায় কাজে লাগানো হয়েছে, সেগুলো রাজ্যের নয়টি জেলার ১৫টি বিলে ক্যাজ কালচার প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়ণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী পরিমল জানান, মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রামোন্নয়ন যোজনা (সিএমএসজিইউওয়াই) প্রকল্পের অধীনে এই ব্যবস্থায় সরকারি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১৫টি মাছের খাদ্য উৎপাদনকারী কল রয়েছে। এছাড়াও ৫৭টি মাছের পোনা উৎপাদনকারী ফিশারি নির্মাণ করে উৎপাদনের কাজ চলছে। প্রায় দেড় লক্ষ জেলেকে বিনামূল্যে জীবন বিমার সুবিধে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে এই প্রথম পরিবেশের অনুকূল মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়ে মন্ত্রীর দাবি, মৎস্য পালকদের মধ্যে ক্ষুদ্র মূলধন বিনিয়োগ করে সফলতা দেখা গেছে। তাই এ ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতাও খুব প্রয়োজন। এই বিষয়টি মাথায় রেখে বর্তমান সরকার কৃষিখণ্ড ছাড়াও মৎস্য পালন, পশু পালন এবং দুধ উৎপাদনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড অর্থাৎ কেসিসি প্রবর্তন করেছে। এই ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত ১,৩১৬ জন উপভোক্তা উপকৃত হয়েছেন। আবেদনকারীর হয়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ রাজ্য মৎস্য বিভাগই করে দিচ্ছে, বলেন তিনি।

পরিমল বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ মকুবেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। মৎস্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে ২২টি উৎপাদনকারী গোষ্ঠী (এফপিও) গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি গোষ্ঠী উৎপাদন এবং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। রাজ্যের মৎস্য বিভাগ ওয়ার্ল্ড ফিশ সেন্টার-এর মতো বিশ্ব পর্যায়ের সংস্থার সমর্থন পেয়েছে। ফলে রাজ্যে মৎস্য পালকদের উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত হয়েছে। বিপদসংকুল স্থানীয় মাছের সংরক্ষণ এবং বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পঞ্জি প্রকাশন ইত্যাদির মতো অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রহা মৎস্য কলেজের ৯.৩৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এক পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে।

এছাড়া অসম মৎস্য আইন, ১৯৫৩ এবং অসম মৎস্য নীতির প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, গত চার বছরে তাঁর মৎস্য বিভাগ ৯৯ জন মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক, ৩২ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ২৯ জন মৎস্য প্রদর্শক, ৩০ জন জুনির অ্যাসিস্টেন্ট, দুজন পাওয়ার পাম্প অপারেটর এবং ১১ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্তি দিয়েছে। মৎস্য প্রদর্শক পদে নিয়োগের জন্য ৭০ জন তরুণ তরুণিকে এ বছর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন বিভাগীয় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

বাঁকুড়ায় মানসিক অবসাদে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে কুপিয়ে আত্মঘাতী যুবক

বাঁকুড়া, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মানসিক অবসাদে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। রবিবার বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার মালিয়াড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। মৃত যুবকের নাম কাজল ওরফে বিশ্বদেব দীক্ষিত। তার স্ত্রী নয়ন ও দুই মেয়ে কোয়েল ও দোয়েলেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

রবিবার ভোর বেলায় স্ত্রী ও দুই মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। প্রথমে স্ত্রীর ঘাড়ে আঘাত করেন। স্ত্রীর চিৎকারে মেয়েদের ঘুম ভেঙে গেলে ছোট মেয়েকে গলায় পা দিয়ে চেপে ধরেন। তারপর কোয়েলকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। নয়নদেবীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বিশ্বদেব দীক্ষিত উঠোনের কূয়োতে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েন। বিশ্বদেবের ভাগ্নে বিধান রায় বলেন, মামার তিনটি মেয়ে। বড় মেয়ে কোয়েল মালিয়াড়া সন্তোষ গার্লস হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। ছোট মেয়ে দুটি যমজ। এক মেয়ে পায়েল ডাং-মেজিয়ায় মামা বাড়িতে থাকে বলে সে বেঁচে গেছে। বিধান রায় বলেন মামা ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতেন। মাসে ৭-৮ হাজার টাকা মাইনেতে ৩ মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতেন। তারপর মদ খাওয়াও ধরে ছিলেন। এ নিয়ে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। শনিবার সন্ধ্যায় একটি মন্দিরে পুজো দেন। রাতে এসে মদ্যপান করে বলেও জানা গেছে। বিধান রায় আরও জানান তিন মেয়ে হওয়ায় মামা কিছুটা মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে কারণে ইদানিং মদ খাওয়ার পরিমাণও বেড়ে গিয়েছিল। এইজন্য পারিবারিক ঝামেলা হতো। ঘটনার পর কোয়েলের জ্ঞান ছিল। আমাদের এক প্রতিবেশী মামা বাড়িতে ফুল তুলতে এসেছিলেন। কোয়েল

ছয়ের পাতায়

সোমবারের মধ্যে হিমঘর খালির নির্দেশ রাজ্যের

কলকাতা,২৯ নভেম্বর (হি স):আলুর দামে একপ্রকার নাজেহাল শহর। যত দিন বাড়ছে ততই দাম বেড়ে চলেছে আলুর। বর্তমানে বাজারে ঢোকা একপ্রকার দায় হয়ে গিয়েছে সকলের। এরই মাঝে সোমবারের মধ্যে হিমঘর খালির কড়া নির্দেশ রাজ্যের।

সূত্রের খবর, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত হিমঘর খালি করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, গত মরসুমে বাঁকুড়া জেলার মোট ৪৩ টি হিমঘরে আলু মজুত করা হয়েছিল প্রায় ১ কোটি ১২ লক্ষ বস্তা আলু। কিছু কিছু হিমঘরে ৭০ - ৯০ হাজার বস্তা আলু এখনও মজুত রয়েছে। তাই অবিলম্বে হিমঘর খালির নির্দেশ রাজ্যের। চলতি বছর দুর্গা পুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই অত্যধিক হারে বেড়ে গিয়েছিল আলুর দাম। দুর্গাপুজো কালীপুজো শেষ হয়ে শীত এসে গেল সেই চড়া আলুর দাম এখনও পর্যন্ত কমেনি। আলুর দামে এখনও ছ্যাকা খাচ্ছে শহরবাসী। জ্যোতি থেকে চন্দ্রমুখির দামে চক্ষু ছানাবড়া শহরবাসীর। বাজারে যেখানে জ্যোতি আলু আগে ছিল প্রতি কেজি ৩৫ টাকা তা এখন বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৪০ টাকায় চন্দ্রমুখী আলু ৪৫ টাকা প্রতি কেজি। জ্যোতি আলু ৪৫ কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর চন্দ্রমুখী ৪৮-৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। অল্প সময়ে হিম ঘর খালি করতে বলায় চিন্তার ভাঁজ ব্যবসায়ীদের কপালে।

অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে কটাক্ষ অমিত শাহের

হায়দরাবাদ, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): দক্ষিণের রাজ্য তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী প্রসঙ্গে আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবারর তিনি জানিয়েছেন, সংসদে যখনই বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে কথা ওঠে তখন এদের পক্ষে কারা সরব হয় তা জনগণ জানে। যখনই পদক্ষেপ এদের (অবৈধ অনুপ্রবেশকারী)বিরুদ্ধে নেওয়া হয়। তখনই সংসদ উত্তাল হয়ে ওঠে। বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের হটাতে চিঠি দিক ওয়েইসি তখন দেখুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কি পদক্ষেপ নেয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি দাবি করেছেন হায়দরাবাদ শহরে যদি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থেকে থাকে তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কি পদক্ষেপ নিয়েছে। ওয়েইসির এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পাল্টা এই কথা জানিয়েছেন অমিত শাহ। এদিন অমিত শাহ আরও জানিয়েছেন, নিজাম সংস্কৃতি থেকে হায়দরাবাদকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেই কাজ করবে বিজেপি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে এই শহরের সংস্কার করা হবে। কোন রকমের তোষণ ছাড়াই পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির অবসান করা হবে।

ফের স্নাতক স্তরে প্রথম বর্ষে ভর্তির সময়সীমা বাড়ল

কলকাতা,২৯ নভেম্বর (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। করোনা আবহে কবে খুলবে স্কুল কলেজ সেই আশায় দিন গুনছে সকলে। এরই মাঝে বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে স্নাতক স্তরে বাড়ল প্রথম বর্ষে ভর্তির সময়সীমা।

রবিবার ভার্চুয়াল বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন বৈঠক শেষে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, কলেজে প্রথম বর্ষের ভর্তির সময়সীমা বাড়ানো হল। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া যাবে। আপাতত পঠনপাঠন চলবে অনলাইনেই। সেমিস্টারও অনলাইনে নেওয়া হবে। কীভাবে সেই পরীক্ষা হবে তা ঠিক করবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব স্টাডিজ।

মন কি বাতে গুরু নানককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জন্মজয়ন্তী সোমবার। তার আগে রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রথম শিখগুরুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবারর সকালে মন কি বাতের ৭১ তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, " আগামীকাল (সোমবার) গুরু নানাক দেবজি জন্মজয়ন্তী আমরা উদযাপন করব। তাঁর প্রভাব বর্তমানে গোটা বিশ্বজুড়ে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। ভ্যাঙ্কুভার থেকে ওয়েলিংটন। সিঙ্গাপুর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাঁর বাণী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সর্বত্র। "

নিজের ব্যক্তিগত জীবনে গুরু নানকের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, " আমার উপর গুরু সাহিবের বিশেষ আশীর্বাদ রয়েছে। তাঁকে নিয়ে সমস্ত ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করেছি। গুরু সাহিব আমার সেবা গ্রহণ করেছে। এর জন্য চিরঋণী আমি। গতবছর কর্তারপুর সহিব খুলে দেওয়াটা ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। গুরু নানকজি লঙ্গর প্রথা চালু করেছিলেন। করোনা সংকটকালে আমরা দেখেছি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ লঙ্গর চালু করে বহু মানুষকে খাইয়ে সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। "

গুরু নানক প্রসঙ্গে আরও বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, " ২০০১ সালে গুজরাটের কচ্ছে লাখপত গুরুদ্বার সাহিব ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই গুরুদ্বারের সংস্কারের কাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে করা হয়েছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বজায় রেখেই এই সংস্কার হয়। ২০০৪ সালে ইউনেস্কোর এশিয়া প্যাসিফিক হেরিটেজ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়।"

উল্লেখ করা যেতে পারে, লাখপত গুরুদ্বারে গুরু নানক থেকে ছিলেন। শিখ ধর্মাবলম্বীরা গুরু নানকের জীবনের এই কালকে উদাসী অধ্যায় বলে থাকে।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট প্লেয়ার ইউনিয়ন বনাম নর্থ ডিস্ট্রিক ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের এক দিনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার ছুটির দিন ধর্মনগরে বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশনের ময়দানে আগরতলা ত্রিপুরা জার্নালিস্ট প্লেয়ার ইউনিয়ন বনাম উত্তর জেলা ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের মধ্যে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের ক্রিকেট ম্যাচের উদ্বোধন করেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। বিশেষ অথিতি হিসেবে ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, ধর্মনগর থানার ওসি মিলন দত্ত। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট প্লেয়ার ইউনিয়নের সেক্রেটারি সন্তোষ গোপ এবং উত্তর ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য মিন্টু গুপ্ত প্রমুখ।

টসে জিতে জার্নালিস্ট ইউনিয়ন উত্তর জেলা কমিটির খেলোয়াড়রা ১৬ অভারের এই খেলায় ব্যাটিং করতে নেমে ১৪৫ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট প্লেয়ার ইউনিয়ন ১৪৬ রানের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামে। কিন্তু ১৬ অভারে ১৪৫ রান করে ম্যাচটি ড্র করে ফেলেন তাঁরা। পরে সুপার অভারের খেলায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট প্লেয়ার ইউনিয়ন প্রথমে ব্যাট করে ১১ রান সংগ্রহ করে। তার পর ১২ রানের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমে সুপার অভারে ৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন উত্তর জেলা কমিটির খেলোয়াড়রা।

স্বাভাবিক ভাবেই খেলায় বিজয়ী হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবের ত্রিপুরা জার্নালিস্ট প্লেয়ার ইউনিয়ন। আজকের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে ম্যান অফ দা ম্যাচ হন জার্নালিস্ট ইউনিয়ন উত্তর জেলা কমিটির খেলোয়াড় দীপ শর্মা। দীপ শর্মা ব্যক্তিগত ভাবে ৮৬ রান করেন এবং একটি উইকেট কুড়িয়ে নিয়েছেন। খেলা শেষে বিজয়ী দলের হাতে উইনার ট্রফি তুলে দেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী।

দুর্গাপুরে চপ ভেজে, রাস্তায় মদ ঢেলে অভিনব প্রতিবাদ বিজেপির

দুর্গাপুর, ২৯ নভেম্বর(হি.স.): ”শিল্প নেই, বেকারদের চাকরী নেই। খাব কি?” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে অভিনব প্রতিবাদে নামল বিজেপির যুব মোর্চা। যুবকর্মীরা চপ ভেজে, মহিলারা রাস্তায় মদ ঢেলে প্রতিবাদে সোচ্চার হল বিজেপির দুর্গাপুর (পুর্ব) ৩ নং মন্ডল যুব-মোর্চা।

এদিন দুর্গাপুর এমএএমসি বি-ওয়ান মোড় এলাকায় বেকারদের কাজের দাবীতে প্রতিবাদ সভা করে বিজেপির যুব মোর্চা। সেখানেই চপ তৈরী ও বিলির স্টলও করে। রীতিমত হাতা, খুন্তি নিয়ে স্টোভ জ্বালিয়ে চপ ভাজা শুরু করে। আবার ওই চপ সাধারন মানুষকে বিলি করে। একইসঙ্গে রাজ্যে মদ বিক্রি নিয়ন্ত্রন না করে দাম কমানোয় প্রতিবাদ সরব হয় মহিলারা। এদিন রাস্তায় মদ ঢেলে অভিনব প্রতিবাদে সরব হন বিজেপির মহিলা কর্মীরা।

বিজেপির মহিলা কর্মীরা বলেন,’ মদ বিক্রি বন্ধ করা উচিত। সেসব না করে রাজ্যের তৃণমূল সরকার জলের দাম করছে মদের। লকডাউনে বহু মানুষ কাজ হারিয়েছে। সংসারে অনটন নেমে এসেছে। রাজ্য সরকারের উচিত গরীব পরিবারে শিশুদের দুধের প্যাকেট বিলি করা। তার বদলে ২০ টাকার মদের প্যাকেট তৈরী করেছে রাজ্য। এভাবে সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

আবার বিজেপির দুর্গাপুর (পুর্ব) ৩ নং মন্ডলের যুব-মোর্চার সভাপতি তরুন দাস বলেন,’ শিল্পনগরীতে সিন্ডিকেট আর তোলাবাজির দাপটে বেসরকারী শিল্প পাততড়ি গুটিয়ে পালাচ্ছে। রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় রাষ্ট্রায়ত্ত ফার্টিলাইজার কারখানার পুনরুজ্জীবন থমকে। রাজ্যে নতুন শিল্পের দেখা নেই। বেকারদের কর্মসংস্থান নেই। তাই চপ ভেজে প্রতিবাদ।’

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গত ১০ বছরে রাজ্যের ক্ষমতায় থেকে এই সরকার কিচ্ছু করেনি, তোপ অগ্নিমিত্রার

উত্তর ২৪ পরগনা,২৯ নভেম্বর (হি স): রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ২১- র নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা চরমে। এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায় দেখ। এইসবের মাঝে রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার ঘোলার তালবান্দা এলাকা থেকে ” গত ১০ বছরে রাজ্যের ক্ষমতায় থেকে এই সরকার কিচ্ছু করেনি” বলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বিজেপি মহিলা মোর্চা নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

তৃণমূলল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ” তৃণমূলের একটাই পোস্ট, সেটি হল ভাইপোর পোস্ট। ১০ বছরে রাজ্যের ক্ষমতায় থেকে এই সরকার কিচ্ছু করেনি। নিজের নেতা-নেত্রীদের ঠিক করে আগলে রাখতে পারেনি। সম্মান দেয়নি। এখানে সব কিছু ল্যাম্পপোস্ট, একটাই পোস্ট। সেটা হল ভাইপোর পোস্ট। আর কেউ সম্মান পাননি, তাই সবাই ভারতীয় জনতা পার্টিতে চলে আসবেন। একদিন দেখবেন দিদি আর দিদির ভাইপো তৃণমূলের পতাকা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনে আর কেউ নেই”।

২০৪ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা অন্তর্গত একাধিক প্রকল্পের রবিবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এই সকল প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২০৪ কোটি টাকা।

উত্তরপ্রদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই প্রকল্প যে কার্যকারী ভূমিকা পালন করবে তার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রামে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে যে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে, তা সাধুবাদযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগ স্থাপন করা গিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ উত্তরপ্রদেশে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। প্রতিটা গ্রামে কমন সার্ভিস সেন্টার এবং গ্রামীণ সচিবালয় গড়ে তোলার ফলে জনগণের অভাব অভিযোগ শোনার পাশাপাশি ব্যাংকিং, বিদ্যুতায়ন এবং অন্য পরিষেবা সংক্রান্ত কাজ সম্প্রসারিত করা গিয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধনের পরে রাজ্যের ৪৫ টি জেলার পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন।

আত্মঘাতী যুবক

পাচের পাতার পর

জানলা দিয়ে ওই বৃদ্ধাকে জানায় ঘটনার কথা। উনি আমার মাকে এসে ঘটনার কথা বললে আমরা মামা বাড়িতে এসে দেখি মামা কুয়োর ভিতরে ঝুলছেন। তখনও কোয়েলের জ্ঞান ছিল। দোয়েল জানায়, বাবা রাতে বাড়ি ফিরেই মায়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে। খাবার সময় আমাদেরকে বাবা সম্ভবত ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল। সেজন্য আমরা অঘোরে ঘুমিয়ে ছিলাম।

খবর পেয়ে মালিয়াড়া ফাঁড়ি থেকে পুলিশ এসে সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। বিশ্বদেববাবু এতটা নৃশংস হয়ে কেন উঠলেন, সে প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিবেশীরা জানান, শুনেছিলাম ও যেখানে কাজ করতো সেই মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পে ঠিকা শ্রমিকদের মাইনে প্রতি মাসে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা কমে গেছে। গত ৩ বছর ধরে এভাবেই চলছে। এই নিয়ে ঠিকা শ্রমিকরা আন্দোলন করেছিলেন। এ মাস থেকেই মাইনে বাড়ার কথা ছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় মানসিকভাবে তিনি আরও ভেঙে পড়েছিলেন। মানসিক অবসাদে এই ঘটনা বলে প্রতিবেশীদের মন্তব্য। পুলিশ জানিয়েছে কেন এমন ঘটনা ঘটল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

গাঁজা উদ্ধার

তিনের পাতার পর

এফটি ৪২৯৫ নম্বরের একটি ট্রাকে বোঝাই করে গাঁজাগুলি বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় ছিল। কিন্তু জাতীয় সড়কে তালাশি অভিযান চালিয়ে খটখটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে ৫ কুইন্টাল ৮০ কেজি বৃহৎ পরিমাণের গাঁজা। তবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চালক এবং সহ-চালক গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে বলে পুলিশের আধিকারিকটি জানান।

অভিযোগ

তিনের পাতার পর

বিজেপি নেতা অমিতাভ ব্যানার্জী বলেন,’ গোটা বাংলাজুড়ে জবরদখলের শিল্প চলছে। সবই শাসকদলের মদত। সরকারি জমি দখল থেকে প্রতিক্ষালয়। রেল লাইনের পাড় থেকে সেচ ক্যানেলের ভেতর কেথাও বাদ নেই। সবই জবর দখলের কব্জায়। এবার সরকারি টাকায় তৈরী প্রকল্প সেটাও দখল করে তৃণমূলের কার্যালয়। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’ অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের দাবি,ওই শৌচালয়টি করোনা আবহে বন্ধ রাখা হয়েছে। শৌচালয় দখল করে কোনও কার্যালয় তৈরী হয়নি। শৌচালয় লাগোয়া কার্যালয় দলের নিজস্ব টাকা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। যদিও, ঘটনায় কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ গনেশ মন্ডল বলেন,’ বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।’ তৃণমূলের কাঁকসা ব্লক সভাপতি দেবদাস বক্সী জানান,’ বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।’ কাঁকসা বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য বলেন,” বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

শুভেন্দু

তিনের পাতার পর

দক্ষিণ কলকাতায় লড়তাম, যেখানে আমি থাকি। তৃণমূল কংগ্রেস সকলের মা। মায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে ছেড়ে কথা বলবেন? নিজের উচ্চাকাঙ্খার জন্যে অন্য দলের হয়ে তাবেদারি করলে ছেড়ে কথা বলবেন? মায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করা যায় না। বিশ্বাসঘাতকতা করলে কড়ায়-গণ্ডায় জবাব দেওয়া হবে। যতই নাড়ো কলকাঠি, নবান্নে আবার হাওয়াই চটি।”

মুসলমান ধর্মগুরুকে

দুইয়ের পাতার পর

অপব্যয় ও প্রলোভনে না পড়ে তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। মুসলমানরা দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু, তবে তারা শিক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, অবাক করার মতো বিষয় যে মৌলানা কল্বে স্থলে ভারতের মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ মৌলানা কল্বে সাদিকের বদলে জাকির নায়েককে মেনে চলে। নিজের বিপদজনক মন্তব্য দিয়ে সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করে গিয়েছে জাকির নায়েক। এমনকি ইসলামাবাদে মন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। অন্যদিকে মৌলানা কল্বের রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু জাকির নায়েক পাকিস্তানের ইসলামাবাদের মন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে ছিলেন। জাকির নায়েক পুরো পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছিলেন। জাকির নায়েক একজন বিষাক্ত ব্যক্তি। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন করাটা তার রক্তের মধ্যে আছে। জাকির নায়েক ভারত থেকে পালিয়ে মালয়েশিয়ায় স্থায়ী হন। সেখানে অবস্থানকালে, নায়েক প্রতিদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছিলেন। নায়েক মালয়েশিয়ার হিন্দুদের সম্পর্কেও অনেক অশ্লীল কথা বলেছেন।তিনি একবার বলেছেন যে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তুলনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বেশি অনুগত প্রবাসী ভারতীয়রা। তিনি সম্ভবত জানতেন না যে প্রায় পুরো মালয়েশিয়া দক্ষিণ ভারতের হিন্দু জেলেরা তৈরি করেছিল। পরে তারা লোভ বা ক্ষমতার চাপে মুসলমানে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। মৌলানা কল্বে কখনও কারও নিন্দা করেননি। আসলে, কেবল ভারতই নয়, গোটা বিশ্বই চায় কল্বে সাহেবের মতো কয়েক ডজন মুসলিম ধর্মীয় নেতা। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

বিশালগড় থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চড়িলামের ব্রজপুর এলাকায় প্রচুর গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

যোরহাটের কাকজানে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনা, হত এক, আহত আরও

য়োরহাট (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার কাকজানে এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর পাশাপাশি আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে।

রবিবার জেলা পুলিশের জনৈক আধিকারিক এই খবর দিয়ে জানান, গতকাল মধ্যরাতে যোরহাটের লাহদৈগড় পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন কাকজান কমারখাটোয়ালের কাছে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। তিনি জানান, খারুপেটিয়া থেকে ডিব্রুগড় জেলার মরানে যাচ্ছিল টম্যাটো বোঝাই এএস ০৪ বিসি ৫৪৭৪ নম্বরের একটি বলেরো” পিকআপ ভ্যান। কিন্তু কমারখাটোয়ালে জাতীয় সড়কে এএস ০২ ই ২৭১১ নম্বরের আরকটি পণ্যবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় টম্যাটো বোঝাই বলেরো পিকআপ ভ্যানের। ওই সংঘর্ষে ড্রাইভার এবং গাড়ির কয়েকজন আরোহী গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনায় বলেরো পিকআপের ড্রাইভার বহুক্ষণ গাড়ির ভিতরে চাপা খেয়ে আটকে থাকেন। স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় পুলিশ তাকে গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা।

এদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পণ্যবাহী ট্রাকের পিছনে পিছনে আসছিল অন্য একটি মালবাহী টাটা এসি। ওই টাটা এসি এসে সজোরে ধাক্কা মারে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পণ্যবাহী ট্রাকের পিছনে। ফলে টাটা এসি-র অগ্রভাগ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এই গাড়িও চালক ও খালাসি আহত হয়েছেন বলে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ডিসেম্বরেও খোলার সম্ভবনা নেই স্কুল কলেজ

কলকাতা,২৯ নভেম্বর(হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। করোনা আবহের শুরু থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের সমস্ত স্কুল কলেজ বিশ্বিদ্যালয়। কবে খুলবে রাজ্যের স্কুল কলেজ সেই নিয়ে অনেকরই মনে বহু প্রশ্ন। কিন্তু ডিসেম্বরেও খোলার সম্ভবনা নেই স্কুল কলেজ। রবিবার উপাচার্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৈঠক সূত্র এমনটাই খবর।

যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। চোখে দেখা না গেলেও এই ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর তা এতদিনে বুঝে গেছে শহরবাসী। কবে খুলবে স্কুল কলেজ তার অপেক্ষায় বসে শিক্ষার্থীরা। এমনকি কিছু দিন আগে স্কুল খোলার দাবিতে পথে নামে বাস মালিক সংগঠন। এরই মাঝে রবিবার উপাচার্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে উপাচার্যদের কাছ থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা নিয়ে মতামত নেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় আপাতত অনলাইনে ক্লাস চলবে। কলেজে ভর্তির জন্য পোর্টাল খোলা হতে পারে বলে খবর। ডিসেম্বরের খুলছে না স্কুল কলেজ।

ভারতে ১৩.৯৫ কোটি করোনা-টেস্ট, চিকিৎসাধীন ৪.৮৩ শতাংশ রোগী

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৩.৯৫-কোটি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার ৯৩.৭১ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৩,৯৫,০৩,৮০৩-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১২.৮৩ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ নভেম্বর (শনিবার সারা দিনে) ভারতে ১২.৮৩,৪৪৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৩,৯৫,০৩,৮০৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৪.৮৩ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৩৬, ৬৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৯৬ জনের।

তিওয়া স্বশাসিত পরিষদ নির্বাচন, ১৭ ডিসেম্বর সরকারি ছুটি মরিগাঁও জেলায়

মরিগাঁও (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী ১৭ ডিসেম্বর ১৯ আসনের তিওয়া স্বশাসিত পরিষদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ওই দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে মরিগাঁও জেলা প্রশাসন।

জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সুনীতি নার্জারি জানান, তিওয়া স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষ্যে আগামী ১৭ ডিসেম্বর গোটা মরিগাঁও জেলায় সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছেন জেলাশাসক। ওই দিন জেলার সরকারি, বেসরকারি, স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক রহ ব্যবসায়িক এবং শিল্পো-উদ্যোগগুলি বন্ধ থাকবে। প্রসঙ্গত, ওই দিন ১৯ আসনের ভোট গ্রহণ হবে ১৯৩টি কেন্দ্রে।

এদিকে আগামী ৭ ডিসেম্বর প্রথম এবং ১০ ডিসেম্বর দ্বিতায় দফায় ভোট গ্রহণ হবে বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এ। প্রথম দফায় ওদালগুড়ি এবং বাকসা জেলায় ভোটগ্রহণ হবে। দ্বিতীয় দফায় কোকরাঝাড়া এবং চিরাং জেলায় অনুষ্ঠিত হবে ভোটগ্রহণ। দুই দফার ভোটেই সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর**

প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরাম পুলিশের তরফ থেকেও তল্লাশী অভিযান চালানো হয়েছে। পুলিশ আশাবাদী খুব শীঘ্রই অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

কৃষি আইনের প্রতিবাদে সেন্ট্রাল এভিনিউতে শিখ সংগঠনের মিছিল

কলকাতা,২৯ নভেম্বর (হি স): একদিকে করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। এরই মাঝে রবিবার কৃষি আইনের প্রতিবাদে পথে শিখ সংগঠন। সেন্ট্রাল এভিনিউতে শিখেদের মিছিল আটকালো পুলিশ।

দমকা হওয়ার মত উড়ে এসে শহর জুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে করোনা। এরই মাঝে কৃষি আইনের প্রতিবাদে পথে শিখ সংগঠন। বিজেপি দফতরে যাওয়ার আগেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। বিজেপি দফতরে যাওয়ার আগে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। সেন্ট্রাল এভিনিউতে বিজেপি পুলিশের বাক দন্ডায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

লুপ্তপ্রায় লেপার্ড ক্যাট উদ্ধার খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ নভেম্বর।। আজ সন্ধ্যায় খোয়াই বনদপ্তরের অধীন তুলাশিখর ফরেস্ট রেঞ্জ এলাকা থেকে লুপ্তপ্রায় একটি লেপার্ড ক্যাট উদ্ধার করে বনদপ্তর কর্মীরা। খোয়াই মুহকমা বনদপ্তরের আধিকারিক যশপাল দেববর্মা জানান তুলাশিখর ফরেস্ট রেঞ্জ এলাকায় লুপ্তপ্রায় লেপার্ড ক্যাট চলে আসলে তা সাধারন মানুষের নজরে আসে। পড়ে বন দপ্তরকে খবর দিলে বন দফতরের কর্মীরা প্রাণীটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। আগামীকাল এই প্রাণীটিকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠিত

● **প্রথম পাতার পর**

জানানো হয়।

পরে শুরু হয় কনভেনশনের কাজ। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বিমল সাহা জানান মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে দুই মাসের সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু দুই মাস সময়সীমা শেষ হতে যাচ্ছে। তাই আগামিদিনের কর্মসূচির জন্য সংগঠনকে ৮ টি জেলায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তিনি আরও জানান ১০৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকারা নির্দোষ ছিল। শিক্ষা দপ্তরের ভুলের জন্য তাদের চাকুরি চলে যায়।

তেলিয়ামুড়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

দাস। প্রায় সময় নাকি তিনি মাতাল অবস্থায় থাকতেন। পারিবারিক সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রাস্তা পার হতে গিয়েই গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। এসডিপিও জানান, ঘটনা সম্পর্কে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সোনকার

● **প্রথম পাতার পর**

প্রথমবারের মতন রাজ্যে আসছেন। জানা গিয়েছে, বর্তমানে প্রদেশ বিজেপিতে সাংগঠনিক মতবিরোধ চলছে তথা বিদ্রোহী বিধায়ক রয়েছেন এবং তাদের দাবি, আপত্তিগুলি নিয়েও আলোচনা করবেন।

ধৃত ৫

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটেছিল ২৬ নভেম্বর রাতে। ভলকান ক্লাব এলাকা থেকে আশীষ লস্কর নামে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল উক্ত পাচ ব্যক্তি।

কদমতলায়

● **প্রথম পাতার পর**

সংবাদের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ধর্ষণকারীকে তুলেছে পুলিশ। ওসি আরো জানান, আগামীকাল ধৃত ধর্ষণকারীকে ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করা হবে। তবে পঞ্চাশোর্ধ বিধবা মহিলা ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত ধর্ষণকারীর কঠোরতম শাস্তির দাবী তুলছেন কদমতলা এলাকার সকল স্তরের জনগণ।

ব্যাম্বু ডিপুর কাজ শুরু হয়নি চাকমাঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ নভেম্বর।। রাজ্যর বণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ার হাত ধরে ২ নভেম্বর চাকমাঘাটের খোয়াই নদী ব্যারেজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে রাজ্যের দ্বিতীয় ব্যাম্বু ডিপু-র উদ্বোধন হয়েছিল। কিন্তু উদ্বোধনের পর ২৭ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কাজ এখনো শুরু হয়নি। এই ব্যাম্বু ডিপুটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল প্রত্যন্ত এলাকার বাস চাষীদের কথা মাথায় রেখে। বাস চাষীরা যাতে ন্যায্য মূল্য পায়। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও -এর কার্যক্রম কিন্তু এখনো শুরু হয়নি। এতে বাস চাষীরা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এছাড়া এই ব্যাম্বু ডিপুটি নির্মাণ করার সময় ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। যা প্রত্যক্ষ করে ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা চিকিৎসক অতুল দেববর্মা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন উদ্বোধনের দিনেই। বাঁশ চাষীদের দাবি এই ব্যাম্বু ডিপোটির কার্যক্রম অতি দ্রুত শুরু হউক।

মহাপ্রয়াণ দিবসে বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতিকে স্মরণ

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): বিশ্বখ্যাত মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে শনিবার মিথিলা সেবা ট্রাস্ট ও মিথিলা বিকাশ যুব মোর্চার তরফ থেকে যৌথ উদ্যোগে কলকাতার বাগুইআটিতে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ভারতেরর অত্যুজ্জ্বল এই মহান কবির প্রতি স্মরণ সভার মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। বিদ্যাপতির সৃষ্টি ও ভাবনা নিয়ে স্মরণ সভায় আলোচনা হয়। বাগুইআটির জর্দা বাগানে বিদ্যাপতির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রমাকান্ত ঝা, সভাপতি বিজয়কান্ত ঝা, কোষাধ্যক্ষ সুনিল কুমার ঝা, সম্পাদক প্রদীপ কুমার ঝা, ব্যবস্থাপক শশীকান্ত ঝা, সংগঠনের বরিষ্ঠ সদস্য উগ্রনাথ ঝা, ইন্দ্রকান্ত ঝা, শ্যামনন্দ ঝা, দিলীপ ঝা, রাকেশ রায়, মিথিলা বিকাশ যুব মোর্চার সভাপতি নবীন ঝা, মুকেশ ঝা, সুভাষ শাহ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ক্রীড়াঙ্গন

সিটির হারে স্টার্লিংয়ের দোষ দেখছেন ডি ব্রুইনা?

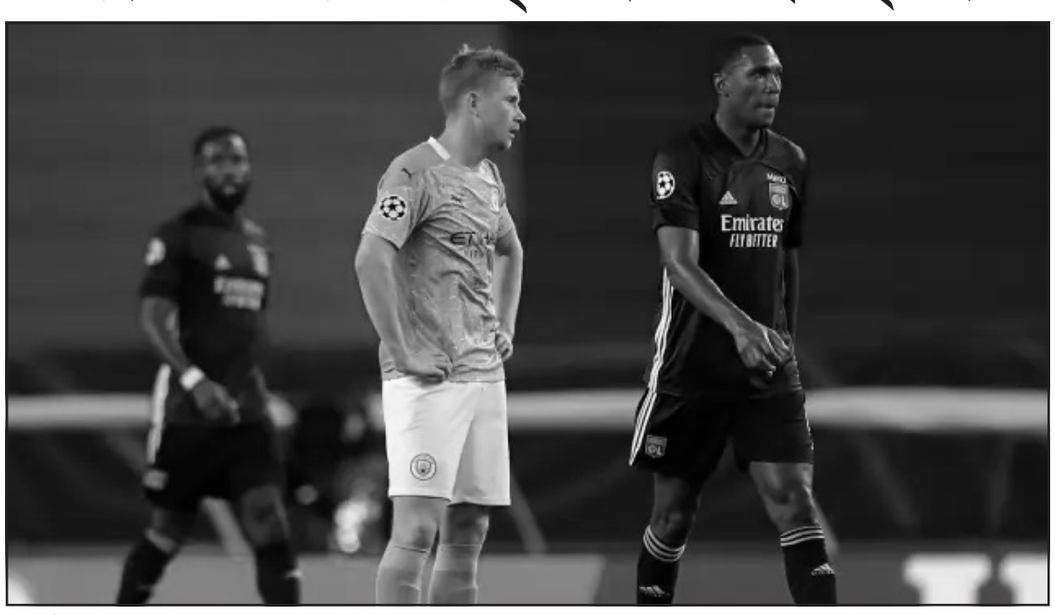

কি দুর্দান্ত একটা মৌসুমই না কাটালেন! সব প্রতিযোগিতা মিলে গোল করেছেন ১৬টা, গোলে সহায়তা করেছেন আরও ২৩ বার। গার্দিওলার দলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। এত কিছু করার পরেও মৌসুম শেষের অর্জন এক লিগ কাপ। ব্যস। লিগও জেতা হয়নি, হলো না চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাও। অথচ এই চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার জন্যই মাথা কুটে মরছেন ম্যানচেস্টার সিটির কর্তাব্যক্তিরা, কোচ পেপ গার্দিওলাও সিটির হয়ে এক চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টায় আছেন বহুদিন, যারা সুযোগ পেলেই বলে ওঠে, মেসি-জাভি-ইনিয়েস্তা ছাড়া গার্দিওলার আসলে ইউরোপসেরা হওয়ার "যোগ্যতা" নেই!

গোটা মৌসুমজুড়ে এত কিছু করার পরেও লিওঁর কাছে বিদায় নিয়ে তাই হতাশায় মরছেন ডি ব্রুইনিয়া। নিজের কাজটা ঠিকই করেছিলেন, গোল করে দলকে সমতায় এনেছেন। কিন্তু একার কাজে কী আর হয়? দিন শেষে ফুটবল দলগত খেলা। তাই গ্যাব্রিয়েল জেসুস, রহিম স্টার্লিংয়ের হাস্যকর কিছু মিস ও গোলবারে এডারসনের শিশুতোষ ভুলগুলোই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে বিদায় নেওয়াটা বেশ লজ্জার বলেই মনে হচ্ছে ডি ব্রুইনিয়ার কাছে, "আমাদের আরও শিখতে হবে। এমন পারফরম্যান্স যথেষ্ট নয়। এটাই। নতুন বছর, কিন্তু সেই পুরোনো সমস্যা। প্রথমার্ধে অত ভালো খেলতে পারিনি আমরা, আমার মনে হয় সবাই বুঝেছেন সেটা। আমরা ধীর গতিতে খেলা শুরু করেছিলাম। আমার মনে হয় দ্বিতীয়ার্ধে আমরা তুলনামূলকভাবে বেশ ভালো খেলেছি। এক গোলে পিছিয়ে পড়ার পরেও ফিরে এসেছি, এরপর দুটি অনেক সুযোগ মিস করেছি। এরপরে দুটো গোল খেয়ে যাই। ৩-১ হয়ে যাওয়ার পর ম্যাচটাই তো শেষ হয়ে গেল। এবারে বিদায় নেওয়াটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক।"২-১ গোলে লিওঁ যখন এগিয়ে ছিল, তখন রহিম স্টার্লিং সহজ একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে গোল করতে পারেননি। কেভিন ডি ব্রুইনিয়ার কথাতেও শোনা গেছে সেই আক্ষেপ, "এমনকি ২-১ গোলে যখন পিছিয়ে ছিলাম, রাজ (রহিম স্টার্লিং) যদি গোলটা করতে পারত, স্কোরলাইন ২-২ হয়ে যেত।

এটাই ফুটবল। এসব ছোট ছোট বিষয় গুলিই ফলাফল বদলে দেয়।"নিজেদের হারের জন্য কোনো অজুহাত দিতে রাজি হননি ডি ব্রুইনিয়া, "আমি কোনো কিছুর ওপর দোষ চাপাতে চাই না। আমরা এর থেকেও ভালো খেলতে পারতাম। এখন পেছনে ফিরে ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে।"

কোম্যান, পচেত্তিনো, নাকি জাভিকে হবেন বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ?

লিসবনে বার্সেলোনা-বায়ার্ন মিউনিখ ম্যাচটি প্রায় শেষের দিকে। স্কোরলাইন বায়ার্নের পক্ষে ৮-২। সেই সময়ে কিকে সেতিয়েনের চেহারাটা দেখেছিলেন? দুহাত ডাগআউটের ছাউনিতে দুই দিকে প্রসারিত করে দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন মাঠের দিকে! চোখে হয়তো নিজের বরখাস্তের চিঠিটাই তখন দেখতে পাচ্ছিলেন বার্সেলোনা কোচ। সেতিয়েনের বরখাস্ত হওয়া এখন নিয়তি নির্ধারিত। ফুটবল বিশ্বে এ নিয়ে কোনো আলোচনাই হচ্ছে না। আলোচনার বিষয় এখন একটিইকে হবেন বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ।খুব বেশি কোচের নাম যে শোনা যাচ্ছে তা নয়। আপাতত আলোচনায় আছেন টটেনহাম ও বার্সেলোনার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলের সাবেক কোচ মরিসিও পচেত্তিনো আর বার্সেলোনার সাবেক দুই খেলোয়াড় রোনাল্ড কোম্যান ও জাভি হার্নান্দেজ। অনেকেরই ধারণা এই তিনজনের মধ্যে একজনই হবেন বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ।বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ হিসেবে জাভির কথা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। স্পেনের সাবেক প্লেমেকারও কদিন আগেই বলেছেন, কোনো একদিন বার্সেলোনার কোচ হতে চান। ন্যু ক্যাম্পের দলটির ডাগআউটে গড়ে তুলবেন স্বপ্নের একটি কোচিং দল। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে আলোচনার টেবিলে তাঁর নামটি আসছে। সেতিয়েনকে কোচ হিসেবে নেওয়ার আগেও জাভিকে বার্সেলোনার দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে নিজেকে বার্সার ডাগআউটের জন্য তৈরি করতে আরেকটু সময় লাগবে। কে জানে সেই সময়টা জাভি পার করে এসেছেন কি না, আর বার্সেলোনাই বা তাঁর দিকে এগোবে কি না।বার্সেলোনার কোচ হতে পারেন দলটির নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলের সাবেক খেলোয়াড় ও কোচ পচেত্তিনো জাভির চেয়েও অবশ্য বেশি শোনা যাচ্ছে কোম্যানের নাম। স্পেনের সাংবাদিক গিয়েম বালাগ অনেকটাই নিশ্চিত যে, পরের মৌসুমে বার্সার ডাগআউটে ডাচ কোচকে দেখা যাবে। ৫৭ বছর বয়সী কোম্যানকেও গত জানুয়ারিতে বার্সেলোনা প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে হল্যান্ড জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা কোম্যান সেই সময়ে অসুস্থ ছিলেন। বুকের ব্যথা নিয়ে হাসপাতাল যেতে হয়েছিল তাঁকে। পরে অবশ্য নিজেকে পুরো ফিট বলে ঘোষণা করেছেন। কোম্যানের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বালাগের, '(বার্সেলোনার কোচ হিসেবে) তাঁর নাম শুনে কমবেশি খুশি সবাই-ই হবে।'কোম্যান যদি বার্সেলোনার দায়িত্ব নিতে রাজিও হন তাঁকে পেতে একটু সময় লাগবে। বালাগ বলেছেন, 'জানুয়ারিতে একবার বার্সেলোনার প্রস্তাবে না করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এখনকার প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন। জানুয়ারিতে তাঁর বলে দেওয়ার পেছনে স্বাস্থ্যগত কারণ ছিল। তবে এখন আলোচনা হতে পারে তাঁকে নিয়ে। কিন্তু আগে তো তাঁকে জাতীয় দল থেকে আলাদা হতে হবে। তাই তাঁকে পেতে হলে একটু সময় লাগবে।'অনেকে আবার বার্সার কোচ হিসেবে চান দলটির সাবেক প্লেমেকার জাভি হার্নান্দেজকে। রইল বাকি পচেত্তিনো। অনেকেই ধারনা করছেন পাঁচ মৌসুম কাটানোর পর গত নভেম্বরে টটেনহাম থেকে বরখাস্ত হওয়া পচেত্তিনোও হতে পারেন বার্সার কোচ। কিন্তু আর্জেন্টাইন কোচকে নিয়ে একটাই সমস্যা। বার্সেলোনার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলের খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। এমনকি দলটিকে কোচিংও করিয়েছেন। এমন একজনকে কোচ হিসেবে হয়তো মেনে নিতে চাইবে না বার্সার সমর্থকেরা।

কোম্যান, জাভি বা পচেত্তিনো অথবা অন্য কেউযাঁকেই কোচ হিসেবে বেছে নিক না কেন বার্সেলোনা, সেটা দ্রুতই করতে হবে।

ট্যাকটিকসের খেলায় গার্দিওলাকে হারিয়েছেন গার্সিয়া

ফুটবলে গত এক দশকে ট্যাকটিকসের আলাপ মানেই একটি নামের জায়গা সেখানে নির্দিষ্ট। শুধু টিকিটাকাকে আবারও জনপ্রিয় করেছেন। শুধু তাই নয়, ম্যাচের প্রতি মুহূর্তে দলের খুঁটিনাটি নিয়ে এত খুঁতখুঁতে যে, তাঁর শিষ্যদের হয়রান হয়ে যেতে হয়। ম্যাচের যে কোনো মুহূর্তে ফরমেশন বদলান, খেলোয়াড়ের ভূমিকা বদলান। এমনকি খেলা পছন্দ না হলে ম্যাচের প্রথমার্ধেও খেলোয়াড় বদলিতে আপত্তি দেখান না গার্দিওলা। সেই গার্দিওলাকে কাল ট্যাকটিকসে হারিয়ে দিয়েছেন লিওঁ কোচ রুডি গার্সিয়া।চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে গতকাল ফেবারিট ম্যানচেস্টার সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে লিওঁ। ফ্রান্সে লিগ মৌসুম আগেই থামিয়ে দেওয়ায় সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে লিওঁর। আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ তো বটেই ইউরোপেও খেলার সুযোগ হারিয়েছে তারা। তবে এখন আচমকা একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাদের সামনে। সেমিফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখ ও ফাইনালে লাইপজিগ কিংবা পিএসজিকে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিতে পারবে ফ্রেঞ্চ দলটি।গতকাল পর্যন্ত এমন সম্ভাবনার কথা তুললে মানুষ হেসেই হয়তো উড়িয়ে দিত। কিন্তু গার্দিওলার তারকা সমৃদ্ধ দলকে এভাবে হারিয়ে দেওয়ার পর এখন কিছুটা হলেও আশা বেড়েছে দলটির। আর রুডি গার্সিয়া যেহেতু দলের দায়িত্বে আছেন, তখন আশা করতে দোষ কী। ফ্রেঞ্চ কোচও গর্বিত ট্যাকটিকসে গার্দিওলাকে টেক্কা দিতে পেরে।গতকাল ৩-৫-২ ফরমেশন নিয়ে দুই দলই মাঠে নেমেছিল। কিন্তু এ ফরমেশনেই স্বচ্ছন্দ লিওঁ নিজেদের কৌশলে আস্থা রেখে খেলে গেছে পুরো সময়। কিন্তু সিটি সে কাজটা করতে পারেনি। গার্সিয়াও তৃপ্ত নিজের অর্জনে, 'গার্দিওলা থাকলে আপনাকে যেকোনো কিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু ট্যাকটিক্যাল লড়াইয়ে আমরাই জিতেছি। আমরা ফরমেশনটার সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছি। ডি ব্রুইনাকে আটকাতে একটা হাইব্রিড সেটআপে ফিরেছিলাম আমরা।

ধোনি অবসরে যাওয়ায় শান্তিতে ঘুমাবেন পন্ত-রাহুল

মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসর নেওয়ার পর মন খারাপ হয়নি কার? টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামসামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুধু হাহাকার ধ্বনি। এমন এক কিংবদন্তির অভাব কীভাবে পূরণ করবে ভারত? ডিন জোন্স যেন সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বেশ মজা করেই জানালেন, ধোনির অবসরে অন্তত দুজন মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন।টেস্ট ক্রিকেট থেকে বহু আগেই নাম কাটিয়ে নিয়েছেন ধোনি। তবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সরব উপস্থিতি ছিল তাঁর। উইকেটের পেছনে তাঁর উপস্থিতি মানেই যে অধিনায়ক বিরাট কোহলির জন্য বড় এক দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাওয়া। কিন্তু বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে যাওয়ার পর থেকেই আর মাঠে নামা হয়নি ধোনির।তাঁর অবর্তমানে কিছুদিন ঋষভ পন্ত ও তারপর কেএল রাহুলকে দিয়ে কাজ চালিয়েছে ভারত।

দুজনই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে ঠিক প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। উদাহরণ যখন ধোনি, তখন প্রত্যাশা পূরণ করাটা কঠিনই বটে। তাই আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই ধোনিতেই আস্থা রাখার কথা ভাবা শুরু করেছিল ভারত। অনেক কিংবদন্তিই বলছিলেন এখনো ধোনির ফেরার সুযোগ আছে। শুধু আইপিএলের পারফরম্যান্স দেখালেই হলো। কিন্তু ধোনি সে সুযোগ নিলেন না। আগেই অবসর ঘোষণা করে দিলেন। আর এতে সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে রাহুল ও পন্তের। কারণ, জাতীয় দলে উইকেটরক্ষকের দৌড়ে এখন যে একজন কিংবদন্তিকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না তাঁদের।গতকাল সে দিকটাই সবার সামনে তুলে ধরেছেন ডিন জোন্স। টুইটারে লিখেছেন, 'গতকাল মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসরের পর বাজি ধরতে পারেন, কেএল রাহুল ও ঋষভ পন্ত বেশ আরামে ঘুমিয়েছে!'ডিন জোন্সের কথাটা ভুল নয়। খুব একটা। ধোনি অবসর নেওয়ায় এবার অন্তত জাতীয় দলে খেলার স্বপ্নটা উজ্জ্বল হচ্ছে ভারতের অন্য উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যানদের। শুধু পন্ত নয়, দীনেশ কার্তিক কিংবা সঞ্জু স্যামসনরাও এখন একটু বাড়তি অনুপ্রেরণা পাবেন। তবে ভারত ব্যাটসম্যান থেকে উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান বনে যাওয়া রাহুল যে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন সবাই বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবেন।

দলের প্রয়োজনে বল করলেন হার্দিক, নিলেন স্টিভ স্মিথের মূল্যবান উইকেট

সিডনি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) :দলের প্রয়োজনে বল করলেন হার্দিক পান্ডিয়া। সিডনিতে প্রথম এক দিনের ম্যাচেও খেলেছেন ব্যাটসম্যান হিসেবেই। যার ফলে দলের ভারসাম্যে টান পড়ছিল। দলের প্রয়োজনে রবিবারই সিডনিতে বল করতে দেখা গেল হার্দিক পান্ডিয়াকে। নিলেন স্টিভ স্মিথের মূল্যবান উইকেট।

২০১৯ সালে ইংল্যান্ডে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে শেষ বার বোলিং করেছিলেন হার্দিক। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচের পর পিঠে চোটের কারণে আর বল করেননি তিনি। সিডনিতে প্রথম এক দিনের ম্যাচেও খেলেছেন ব্যাটসম্যান হিসেবেই। যার ফলে দলের ভারসাম্যে টান পড়ছিল। দলের প্রয়োজনে রবিবার তাঁকে দলের সপ্তম বোলার হিসেবে আক্রমণে আনেন অধিনায়ক বিরাট কোহালি। ঘন্টায় ১৩১-১৩২ কিমি গতিতে বল করেন তিনি। পিঠের চোট যাতে না বাড়ে, তাই রান-আপে সামান্য বদলও দেখা যায়। কিন্তু নিশানায় অভ্রান্ত ছিলেন তিনি। ৪ ওভারে দেন ২৪ রান। নেন স্টিভ স্মিথের মূল্যবান উইকেট। উল্লেখ্য, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সদ্যসমাপ্ত আইপিএলেও বল করেননি হার্দিক। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলেছিলেন তিনি। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৩৪ দিন পর তাঁকে বল করতে দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় চর্চা। ক্রিকেটপ্রেমীরা মেতে ওঠেন তাঁর প্রশংসায়।

JOINT RECRUITMENT BOARD OF TRIPURA (JRBT)
DIRECTORATE OF EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING.
website : https://employment.tripura.gov.in Email : dir-employment-tr@nic.in

ADVERTISEMENT NO: 01/2020

Online applications are invited in the prescribed format available in the Recruitment Link in the official ebsite of the Directorate of Employment Services & Manpower Planning (DESMP). Tripura timps:-.emplovinent.tripura.tiov.in) with effect from 19/12/2020 to 30/01/2021 from Indian Nationals for tilling-up of the vacant posts of Lower Division Clerk (Group- IC) on fixed-pay basis in various departments of Government of Tripura. The vacancy details are as under:

	VACANCY DETAILS	
Name of the Post	Lower Division Clerk (Group-C). Non-Gazetted	
	TOTAL=1500	
Number of vacnacies	The State Government Policy on reservation shall be followed.	
	Pre-revised Scale of Pay	Corresponding revised Scale of Pay.
	PB-2, Pay Band Scale Rs.5700- 24000/- Grade- Pav-Rs.2200/-)	Cell-1 of Level-7 of Tripura State Pay Matrix,20 18 [Tripura State Civil Services (Revised Pay) First Amendment Rules,2018]
	ubject to revision by the Government from time to time.	
Age	**a)** Age limit for direct recruitment is 18 to *41 years as on 31st December 2020: Upper age limit is relaxable by 5 years in case of ST/SC/N Ds/ Government servant candidates. *Due to pandemic caused by COVID- l9, an additional age relaxation of 1year is allowed to all categories of candidates (Unreserved/reserved candidates and Goy ernment servants) as per State Government Memorandum vide No. F.20 (1)/-GA(P&T)/18 dated 15th July 2020. **b)** Candidates from among the discharged 10323 ad-hoc teachers can apply re-gardless of their age as per State Government Memorandum vide No.F.20(3)-GA(P&T)/2020 dated 05th November 2020.	

Intending candidates are instructed to go through the notification uploaded in the official website (https://employment.tripura.gov.in) of Directorate of Employment Services & Manpower Planning (DESMP), Tripura, for knowing the eligibility criteria, fee details, procedure for online submission of A plication and other terms & conditions. Changes to this notification, if any. shall be notified separately by JRBT and will also be uploaded in the official website .

ICA/D-963/2020-21

(Shyamal Bhattacharya. Joint Director)
Member Secretary. JRBT

ত্রিপুরার স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি কুর্তা পরেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.)।। ভোকাল ফর লোক্যাল মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে ত্রিপুরার স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি কুর্তা পরলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ওই কুর্তা পরেই তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মা-বোনেদের হাতে তৈরি কাপড় থেকে প্রস্তুতকৃত এই কুর্তা পরিধান করে আমি অত্যন্ত গর্বিত অনুভব করছি। আমি অত্যন্ত খুশি যে, রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মা-বোনেরা অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে খুবই উতৃবষ্ট মানের হ্যান্ডলুম কাপড় তৈরি করছেন যা দেখে আমি অভিভূত। অন্যান্য কাপড়ের তুলনায় গুণগত ভাবে আমাদের মা-বোনেদের তৈরি কাপড় কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই।

তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্লোগান দিয়েছেন ভোকাল ফর লোক্যাল। অর্থাৎ স্থানীয় পণ্যের প্রতি সমর্থন প্রদর্শন। কোভিডের এই সংকট মুহূর্ত আমাদের সামনে আত্মনির্ভর হওয়ার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তিনি রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানান, এই সময়ে আমাদের প্রত্যেকের উচিত স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশে ভূমিকা নেওয়া। স্থানীয় পণ্য কিনুন এবং ব্যবহার করুন। রাজ্য সরকার আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হচ্ছে। রাজ্যবাসীর সার্বিক অংশগ্রহণে সেই লক্ষ্য পূরণ হবেই।

কৃষি আইন নিয়ে কেন্দ্রকে ভাবনা চিন্তা করতে বললেন মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): নতুন তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ অব্যাহত। এবার এই বিষয়ে মুখ খুললেন বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। কৃষি আইন নিয়ে কেন্দ্রকে পুনর্বিবেচনা করার পরামর্শ দিলেন তিনি।

রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় মায়াবতী লিখেছেন, কৃষকরা রেগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইন এর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। কৃষকদের সম্মতি ছাড়া যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা পুনর্বিবেচনা কেন্দ্রের করা উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাজধানী দিল্লিতে প্রবেশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে কৃষকরা। হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে দলে দলে কৃষকরা দিল্লিতে প্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। পুলিশের বাধায় জাতীয় সড়কে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে কৃষকরা।

করিমগঞ্জে চলছে বেপরোয়া পাহাড় খনন ডিএফওকে লাগাম টানতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : বেপরোয়া পাহাড় খনন চলছে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জ ফরেস্ট ডিভিশনের অধীনস নিলামবাজারের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকা থেকে রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অন্ধকারে অবাধে লালমাটি পাচারের ধুম পড়েছে। মাত্রাতিরিক্ত মাটি বোঝাই ট্রিপার চলাচলে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটও ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ধুলোয় নাভিশ্বাস চরমে উঠেছে গ্রামাঞ্চলের নাগরিককুলের। প্রকৃতিপ্রেমীদের অভিযোগ, সবকিছু জেনেও রহস্যজনকভাবে উদাসীন ডিএফও জালনুর আলি।

বেশ কিছুদিন থেকে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ধ্যারাত থেকেই শত শত লালমাটি বহনকারী ট্রিপার চলাচলে হিড়িক পড়েছে। রাতভর এ-সব ট্রিপার করিমগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে অবৈধভাবে লালমাটি বোঝাই করে নিলামবাজার সহ পার্শবর্তী এলাকায় পাচার চলছে। এ সব মাটির রাজস্ব কার পকেটে ঢুকছে, প্রকৃতিপ্রেমী তথা দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রথমসারির সামাজিক সংসা নর্থ-ইস্ট সাস্টেইন্যাবল অর্গানাইজেশন, মডেল এনজিও, প্রগ্রেসিভ এনজিও সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তারা তুলেছেন সে প্রশ্নও। অবৈধ মাটি ও অন্যান্য বনজ সম্পদের ব্যবসায় জড়িত চক্রের সিংহভাগ কোন রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়ায় চলছে সে সব প্রশ্নও তোলা হচ্ছে। নাম গোপন রাখার শর্তে নাকি জনৈক লরি চালক বলেছেন, 'মালিকের লাইন আছে, ফরেস্ট অফিসাররা অভিযান চালানোর আগে ট্রিপার মালিক ও মাটির ব্যবসায়ীরা আগাম খবর পেয়ে সতর্ক হয়ে যান। তাই যেদিন অভিযান চালানো হবে, সেদিন মাটি কাটা ও পরিবহণ বন্ধ রাখা হয়।'

প্রকৃতিপ্রেমীরা বলেছেন, অবৈধ পাহাড় খনন ও লালমাটির চোরাকারবার চলছে নিলামবাজারের পশ্চিমাঞ্চলের আব্দুল্লাপুর, বিলবাড়ি, চাঁদবাড়ি, দত্তগ্রাম, টিকর পাড়া, দুর্গানগর, দলগ্রাম, কাবল সহ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়। চোরাপথে লালমাটি পাচার চক্রের দাপাদাপি রয়েছে সীমান্তবর্তী বালিয়া, বিনোদিনী বালিয়া, হিজিম, রূপারগুল, কেউটকোণা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে। তবে লালমাটি পাচারের শীর্ষসানে রয়েছে আঙুরা পঞ্চায়েত এলাকার টিলাভূমি-বিশিষ্ট গ্রামাঞ্চল। জেসিবি দিয়ে প্রতিদিন রাত আটটা থেকে ভোররাত পর্যন্ত লালমাটির পাচার চলে। সরকারি হিসাব মতে প্রতিদিন রাতে কম করেও কুড়ি লক্ষ টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে রাজ্য সরকার।

অরাজনৈক সামাজিক সংগঠনের অভিযোগকারীরা বলেছেন, লালমাটি ছাড়াও প্রায় প্রতিদিন রাতে মেঘালয় থেকে সড়কপথে নিলামবাজারে একাধিক চেরাই কাঠ বোঝাই লরি আসে। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের পরোক্ষ মদতেই নাকি অবৈধভাবে লালমাটি পাচার ও মেঘালয় থেকে চেরাকাঠের অবৈধ আমদানি করা হচ্ছে। পরিবেশপ্রেমী সামাজিক সংগঠনগুলোর কর্মকর্তারা অভিযোগ করে আরও বলেন, করিমগঞ্জ ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) জালনুর আলি সমগ্র জেলায় সংগঠিত বনজ সম্পদ লুণ্ঠন চক্রকে নিরাপত্তা দিচ্ছেন। এর পেছনে মোটা অঙ্কের লেনদেন থাকতে পারে বলেও ধারণা অভিযোগকারীদের। তাঁরা বলেছেন, বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের জ্ঞাতসারেই নাকি ডিএফও জালনুর আলির আস্ফালন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সরকারি রাজস্ব লুটপাটের পাশাপাশি নানাভাবে প্রকৃতি ধ্বংস এবং জন-হয়রানিকর এ-সব অবৈধ কারবার বন্ধের জন্য উচ্চস্তরীয় তদন্তেরও দাবি তুলেছেন তাঁরা।

এ-সব ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিবেশপ্রেমী সামাজিক সংগঠনগুলোর কর্মকর্তারা বলেন, অনতিবিলম্বে বনজ সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে বিহীত ব্যবসা নেওয়া না হলে, করিমগঞ্জ জেলার প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে আর খুব বেশি দেরি নয়। তাই মানবজীবন রক্ষা করার স্বার্থে জেলার বালু, বনজ সম্পদ কাঠ ও ভূ-মাফিয়া চক্র এবং ডিএফওকে লাগাম টানার দাবি তুলেছেন সামাজিক সংগঠন প্রকৃতিপ্রেমী তথা দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রথমসারির সামাজিক সংসা নর্থ-ইস্ট সাস্টেইন্যাবল অর্গানাইজেশন, মডেল এনজিও, প্রগ্রেসিভ এনজিও সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তারা।

সঙ্কটের সময় সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ঐতিহ্যকে রক্ষা করা এবং সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির কার্যকারী ভূমিকার সপক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবারর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ৭১ তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে করোনার মধ্যেও বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষ বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহকে উদযাপন করেছে।সঙ্কটের সময় সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রযুক্তির সহযোগিতায় সংস্কৃতি মনকে সতেজ রাখে। বর্তমানে দেশের একাধিক প্রান্তে সংগ্রহশালা এবং গ্রন্থাগারগুলি ঐতিহ্যশালী বস্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে চলেছে। গোটাটাই ডিজিটালিকরণের দিকে এগোচ্ছে। আগামী দিনের রাজধানী দিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালা দশটি ভার্চুয়াল গ্যালারি তৈরি করবে। বাড়িতে বসেই সাধারণ মানুষ এই গ্যালারিগুলি দেখতে পারবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে। ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। নরওয়ের উত্তর দিকে থাকা সভালবার্ড দ্বীপে আর্টিক ওয়ার্ল আর্কাইভ গড়ে তোলা হয়েছে। দুষ্প্রাপ্য ঐতিহ্যকে এখানে এমন ভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে যে কোনো রকমের প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যর দ্বারা সৃষ্ট দুর্যোগে একে ধ্বংস করতে পারবে না। অজন্তা গুহা চিত্রের নিদর্শনগুলিকে ডিজিটাইজ করে এখানে সংরক্ষিত করা হয়েছে।এদিনেরর মন কি বাতে ঐতিহ্য নিয়ে আরেকটি বড় সুখবর শোনান প্রধানমন্ত্রী। তিনি দাবি করেছেন, একশ বছরেরও বেশি সময় আগে ১৯১৩ সালে বারাণসীর মন্দির থেকে চুরি হয়ে বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছিল দেবী অন্নপূর্ণার মূর্তি। বর্তমানে সেটি কানাডা থেকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের বহুমূল্য সম্পদ বিদেশিদের নজরে বারে বারে এসেছে। এই ধরনের চক্র এই সব সম্পদগুলিকে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ কামিয়েছে। বারাণসীতে দেবী অন্নপূর্ণার মূর্তি ফিরে আসা এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। ভারতের সম্পদ যাতে বিদেশে পাচার না হয়ে যায় সেই জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

রবিবার আগরতলায় ১০৩২৩ এডহক শিক্ষক কর্মচারীদের রাজ্য কনভেনশন মঞ্চে অতিথিরা। ছবি-নিজস্ব।

নতুন কৃষি আইন প্রত্যাহার করা উচিত, দাবি দ্বিগ্বিজয় সিং এর

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): কৃষক আন্দোলনে উত্তাল দিল্লি সীমান্তবর্তী এলাকা। বিগত কয়েক দিন ধরেই সড়ক পথ অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে দিল্লি-হরিয়ানা, দিল্লি-পঞ্জাবের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের দিকেই দায় চাপালেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিং।রবিবারর নিজের টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে যদি নতুন আইন প্রণয়ন করতেন তবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতো না। এই নতুন আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত। কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে ফের আইন প্রণয়ন করা উচিত। পরবর্তী ক্ষেত্রে যে আইন তৈরি করা হবে তা সংসদীয় কমিটির কাছে পেশ করতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে বিক্ষোভরত কৃষকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে নতুন আইনে কোনোটাতেই ফসলের বিক্রির ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কথাটি উল্লেখ করা নেই। ফলে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে এক্ষেত্রে নতুন কৃষি আইন বাতিল করতে হবে। বিগত কয়েকদিন ধরে দিল্লিতে প্রবেশ করে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কৃষকরা। এদিন সকালে টুইট করে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার কথা বলেছেন মায়াবতী।

কৃষি বিজ্ঞানের গবেষনায় জার্মান সরকারের সম্মাননা তেলিয়ামুড়ার পারমিতা ঘোষকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ নভেম্বর।। কৃষি বিজ্ঞানের গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচনের জন্য জার্মান সরকার থেকে গ্রীন ট্যালেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২০ পেল এ রাজ্যের কৃতি সন্তান তথা তেলিয়ামুড়ার গর্বের মেয়ে ২৫ বছরের পারমিতা ঘোষ। পারমিতার বাড়ি তেলিয়ামুড়া শহরের জয়নগর এলাকায়। পিতা পার্থ ঘোষ ব্যবসায়ী ও মা গৃহিনী রিঙ্কু ঘোষের একমাত্র সন্তান পারমিতা। বর্তমানে সে হায়দ্রাবাদে কর্টেভা এগ্রি সায়েন্স এ রিমোট সেন্সিং ডাটা সাইন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত। এবং জার্মান সরকারের সেকশন ডিএএডি এর ইয়ং অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত ২৫ বছরের এই যুবতী।

কৃষি বিজ্ঞানের তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ডেভেলাপিং এগ্রিকালচার এপলিকেশন ফ্রম সেটেলাইট ইমেজ ইউসিং ডাটা সায়েন্স টেকনোলজি। কৃষি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিবছর জার্মান সরকার প্রতিবছর সারা বিশ্বের ২৫ জন গবেষক কে এই গ্রীন ট্যালেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকেন। এবছর বিশ্বের ৪৭ টি দেশ থেকে ৫৮৯ জন প্রত্যাশী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। জার্মান সরকারের এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বিচার-বিশ্লেষণে এবছর গ্রীন ট্যালেন্ট পুরস্কারে ভূষিত হন সারা বিশ্বের ২২ টি দেশের ২৫ জন সাইন্টিস্ট। এর মধ্যে ভারতবর্ষের দুজন এই সাম্মানিক পুরস্কারে ভূষিত হন। এর মধ্যে একজন হলেন ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়ামুড়া মহাকুমার বছর ২৫ এর পারমিতা ঘোষ। আর অন্য আরেকজন হলেন বারাণসীর মেয়ে নিধি সিং।

পারমিতা ঘোষ এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে সিকিমে সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি থেকে ২০১৭ সালে। এবং এমটেক ডিগ্রি অর্জন করে সিও ইনফরমেটিক্স এন্ড ন্যাচারাল রির্সোস ফ্রম আইআইটি মুম্বাই থেকে ২০১৯ সালে।

ভারতের নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪১৮১০

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.): ভারতে নতুন করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪১ হাজার ৮১০। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪২ হাজার ২৯৮। নিহত ৪৯৬। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫৬। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৯২০। নিহত ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৯৬। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৮ লক্ষ ০২ হাজার ২৬৭।

রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা নিরিখে টানা ২২ দিন ধরে ৫০ হাজারের নিচে রয়েছে। শেষবার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে ছিল ৭ নভেম্বর। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে ২৮ নভেম্বর, শনিবার দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ১২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৪৯। এখনো পর্যন্ত সব মিলিয়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ০৩ হাজার ৮০৩। গোটা দেশজুড়ে সক্রিয় আক্রান্ত ৪.৭ শতাংশ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।